CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-219 ■ 20 May, 2025 ■ আগরতলা ২০ মে, ২০২৫ ইং ■ ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কুরেশিকে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর অশ্লীল মন্তব্যের বিরুদ্ধে

বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ।। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুনওয়ার বিজয় শাহ-এর কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে করা "অশ্লীল" মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সুর্য্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

আদালত মন্তব্য করে জানায়, "আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণ চিন্তাহীন ছিল। ক্ষমা চাওয়ার একটি অর্থ থাকা উচিত। কেউ কেউ প্রক্রিয়া থেকে বাঁচতে কোমল ভাষা ব্যবহার করে, কেউ কেউ 'মায়াকান্না' করেন। আপনার ক্ষমা চাওয়া কোন শ্রেণিতে পড়ে?" প্রশ্ন তোলেন বিচারপতিরা।

বেঞ্চ আরও বলেন, "আমরা আপনার ক্ষমা চাই না। আইনের মাধ্যমে আমরা জানি কিভাবে এর মোকাবিলা করতে হয়।" আদালত রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে জানতে চায়, এখন পর্য্যন্ত এই মামলায় কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, "আপনি একজন জননেতা, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। আপনাকে বুঝে-শুনে কথা বলা উচিত ছিল। আপনি অপমানজনক শব্দ ব্যবহারের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, আপনি থেমে যান, কারণ উপযুক্ত 'গালি' খুঁজে পাননি।"

বেঞ্চ বলেন, "তিনজন উচ্চপদস্থ আইপিএস অফিসার, যারা মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারের নন, তাদের নিয়ে একটি এসআইটি গঠন করতে হবে। আগামী মঙ্গলবার সকাল ১০টার মধ্যে মধ্যপ্রদেশ পুলিশের ডিজিপি-কে এই তদন্তকারী দল গঠন করতে হবে। এক আইজিপি এই দলের নেতৃত্ব দেবেন এবং বাকি দুই সদস্যের পদমর্য্যাদা হবে এসপি বা তার উর্ধ্বে।" সুপ্রিম কোর্ট মন্ত্রীর গ্রেপ্তারি স্থগিত রাখলেও শর্ত রেখে জানিয়েছে, তিনি যেন তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

উল্লেখ্য, গত ১৪ মে মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্ট কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে কুনওয়ার বিজয় শাহের মন্তব্যের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করার নির্দেশ দেয়। শাহ এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যান।

১৩ মে ইন্দোর সংলগ্ন এক অনুষ্ঠানে শাহ দাবি করেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী সম্প্রদায়ের মতোই এক বোনকে পাঠিয়েছেন পহেলগামে ২২ এপ্রিলের সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিশোধ নিতে।" কর্নেল সোফিয়া কুরেশি সেই 'বোন' বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানায়, "সমগ্র জাতি এই ঘটনায় লজ্জিত... আমরা এমন একটি দেশ, যারা আইনের শাসনে অগাধ বিশ্বাস রাখি।"

জাতীয় মহিলা কমিশনের হস্তক্ষেপের দাবি লাম্বার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। মধ্যপ্রদেশ সরকারের মন্ত্রী বিজয় শাহের বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য। কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি জানালেন অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী আলকা লাম্বা।জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া কিশোর রাহাতকরকে পাঠানো এক লিখিত অভিযোগপত্রে আলকা লাম্বা বলেন, "কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে 'সন্ত্রাসবাদীর বোন' বলে উল্লেখ করে বিজয় শাহ কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত মানহানি করেননি, বরং দেশের সমস্ত মহিলা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত মহিলা অফিসারদের সম্মানে আঘাত করেছেন।"তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই ধরনের মন্তব্য শুধুমাত্র নারীসমাজের মর্য্যাদার পরিপন্থী নয়, বরং ভারতীয় সেনার মতো গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের সুনামকেও ক্ষুণ্ণ করে।অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতি তিনটি দাবিও পেশ করা হয়েছে বিজয় শাহের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ; তাঁকে অবিলম্বে মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণের সুপারিশ; ভবিষ্যতে কোনো জনপ্রতিনিধি যেন নারীদের বিরুদ্ধে এমন ভাষা ব্যবহার না করেন, সে বিষয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি।আলকা লাম্বা বলেন, "সংবিধানে নারীর সম্মান ও সমতার যে অধিকার সংরক্ষিত, তার প্রতি এই মন্তব্য এক গভীর অবমাননা। একজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব চানমারিতে গর্তে পড়ে মৃত্যু দুই শিশুর

সন্তানহারা পরিবারে পাশে মুখ্যমন্ত্রী, ৮ লাখ আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। আগরতলা পূর্ব চানমারি এলাকায় গভীর গর্তের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হওয়া দুই শিশুর পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। আজ বিকেলে জিরানিয়া এলাকায় মৃত ভাইবোনের আদি বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক নিয়ম মেনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির হাতে ৮ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আগরতলা পূর্ব চানমারি এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ দেবনাথের ছেলে প্রসেনজিৎ দেবনাথ (১১) এবং মেয়ে প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ (০৭)-এর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। নির্মাণ কাজে খনন করা একটি জলভর্তি গভীর গর্ত থেকে গতকাল সকালে একসঙ্গে দুই ভাইবোনের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। গত শনিবার থেকে বাড়ির লোকজন তাদের খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষপর্য্যন্ত মৃত অবস্থায় তাদের পাওয়া যায়। আর এই খবর পাওয়ার পরই মৃত শিশুদের পরিবারকে সমবেদনা জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে বিয়োগ ব্যাথা সহ্য করার ক্ষমতা প্রদান করুক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, দাবি জিতেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। আগরতলার চাঁনমারি এলাকায় দুটি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পর আজ সকালে এলাকায় ছুটে গিয়েছেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।মৃত দুই শিশুর পরিবার যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেই ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করেন তিনি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আগরতলা চাঁনমারি এলাকায় কৃষ্ণ দেবানথের ১১ বছরের ছেলে প্রসেনজিৎ দেবনাথ এবং ৯ বছরের কন্যা প্রিয়াঙ্কা দেবনাথের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। গতকাল বাড়ির পাশে নির্মান কাজে ব্যবহৃত ছোট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্মান সংস্থার কাজের গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। পূর্ব চানমারি এলাকায় একই পরিবারের দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস।

প্রাক্তন বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস সোমবার সকালে আগরতলা পূর্ব চাঁদমারি এলাকা সফর করে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন একই পরিবারের দুটি শিশুর এধরনের মর্মান্তিক মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। যে ঠিকাদারি সংস্থা সেখানে নির্মাণ কাজের দায়িত্বে ছিল তাদের গাফিলতির কারণেই অবুঝ শিশু জলাশয়ে পড়ে মারা গেছে বলে উল্লেখ করেন প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকেদারকে দোষারোপ করার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে যারা বিষয়গুলো দেখভাল করার দায়িত্বে রয়েছেন তাদের দায়িত্বহীনতার বিষয় উল্লেখ করে এব্যাপারে সঠিক তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনার পর শোকে পাথর হয়ে গেছে পরিবার। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকেদারকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে বলেছেন প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস।

তিনি বলেন, মন্ডলের তরফ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকেদারকে খবর দেওয়া হলেও তিনি সেখানে আসেননি এবং কোন ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করছেন না। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান ২৯ মে থেকে ১২ জুন

রূপান্তরমূলক অভিযান ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। 'বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান' বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সাথে আজ ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

এদিন বৈঠক শেষে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ঘোষণা করেছেন সারা দেশে 'বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান' শুরু করা হবে। যার লক্ষ্য কৃষকদের উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও বীজ সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান করা। এই অভিযান ২৯ মে থেকে শুরু হয়ে চলবে ১২ জুন পর্য্যন্ত।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত' গঠনের জন্য একটি ব্যাপক ও রূপান্তরমূলক অভিযান চালানো হচ্ছে। যার অঙ্গ হিসেবে বিকশিত কৃষি, উন্নত চাষাবাদ ও সমৃদ্ধ কৃষকের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। কৃষকদের বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি চর্চার ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করবে। জেলা স্তরে প্রতিটি দল প্রতিদিন তিনটি করে সভা করবে। এককথায়, কৃষিতে আধুনিকীকরণ, গবেষণা ও কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

দুর্ণীতির অভিযোগে ৩ মাস বন্ধ থাকা অঙ্গনওয়াড়ীর গেইটে তালা দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১৯ মে।। দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে ফের উত্তাল মেলাঘর খাস চৌমুহনী ঘোষপাড়া। তিন মাস ধরে বন্ধ বক্ষ বিহারী অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার। মিড-ডে মিল থেকে শুরু করে গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ সব পরিষেবাই কার্য্যত অচল।

সেন্টারের মূল ফটকে ঝুলছে তালা। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গত ৩ এপ্রিল থেকে সেন্টারটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। তবে তারও আগে, মার্চ মাস থেকেই বন্ধ হয়ে যায় মিড-ডে মিল পরিষেবা। অভিযোগ উঠেছে, হেল্পার নিয়োগে ব্যাপক স্বজনপোষণের পাশাপাশি, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী বণ্টনে অনিয়ম চলছে দীর্ঘদিন ধরেই।সেন্টারটির জমিদাতা পরিবারের অভিযোগ, তাদের কাউকে চাকরি না দিয়ে বহিরাগতকে হেল্পার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি। এছাড়াও, পুষ্টিকর খাদ্য বণ্টনে গাফিলতির কারণে এলাকার বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবির ভিত্তিতে অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারের শিক্ষক রেহনা বেগম এবং হেল্পারকে সেন্টার থেকে বহিষ্কারের দাবি উঠেছে। স্থানীয় স্তরে ইতিমধ্যেই তাঁদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রেহনা বেগম বলেন, "আমি বহুবার দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এই সমস্যা জানিয়েছি। কিন্তু কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও সুরাহা মেলেনি।"অন্যদিকে, সেন্টারের তালাবন্দি অবস্থার খবর ছড়িয়ে পড়লেও এখনও পর্য্যন্ত প্রশাসনের তরফে কেউ ঘটনাস্থলে পৌঁছাননি। ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সুর আরও তীব্র হচ্ছে। দ্রুত তদন্ত ও সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের হাতে আক্রান্ত মা-মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। স্থানীয়দের হাতে গুরুতরভাবে আক্রান্ত মা ও মেয়ে। আক্রমণে গুরুতর আহত তারা। ঘটনা গর্জি পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায়।

২ সন্তান সহ নিখোঁজ ছিলেন তরুণী বধূ। এদিন সকালে বাড়িতে ফিরে আসার পর এলাকার কয়েকজন মহিলা এবং একজন পুরুষ মিলে তরুণী বধূ এবং তার মাকে বেধড়কভাবে পেটায়। আক্রান্ত মা এবং মেয়ে গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনা গর্জি ফাঁড়ি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

শহর ছাড়িয়ে এখন গ্রামীণ এলাকায় বাড়ছে চোরের উপদ্রব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল। গতকাল গভীর রাতে লঙ্কামুড়া কর্মকার পাড়া এবং লংকামুড়া স্কুল পাড়ায় দুটি গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে সাত ভরি স্বর্নালঙ্কার সহ নগদ ৫০ হাজার অর্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুরুচিকর মন্তব্য আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। হিন্দু ধর্মের প্রতি সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে আটক হয়েছে এক যুবক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ধর্মনগর মহকুমার আলগাপুর রোডের বাসিন্দা রুপম শর্মার পুত্র রোহন শর্মা বেশ কিছুদিন যাবৎ তার সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ছবি দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ভিন্ন ধর্মের ভঙ্গিমায় নামাজ পড়ে সেই হিন্দু ধর্মের রোহন শর্মা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে। সেসব পোস্ট করা মন্তব্য এবং ছবি দেখে ধর্মনগরের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ প্রতিবাদ করেছিল। বিভিন্ন দিক থেকে চাপ উঠতে শুরু করে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য। অবশেষে গতকাল রাতে পুলিশের জালে আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা বাড়ছে দুর্ঘটনা, ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। জাতীয় সড়কের গুনগত মান খারাপ হওয়ার ফলে কলসীরমুখ এলাকায় প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে দুর্ঘটনা। জাতীয় সড়কটি দ্রুততার সহিত মেরামত করার দাবী জানিয়েছেন জোলাইবাড়ীর বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্যজিত বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

শান্তির বাজার মহকুমার কলসীরমুখ এলাকায় আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। জাতীয় সড়ক নির্মানকালে কাজের গুনগতমান খারাপ হবার ফলে প্রতিনিয়ত এইধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

বিগত কিছুদিন পূর্বে ওই জায়গায় দুর্ঘটনার স্বীকার হয় জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটার ফলে জাতীয় সড়কের ওই জায়গা পরিদর্শনকরে জাতীয় সড়কটি দ্রুততার সহিত মেরামত করার দাবী জানান জোলাইবাড়ীর বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্যজিত বিশ্বাস সহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসভবনে নগদ অর্থ উদ্ধার

বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর-এর আবেদনে মামলার শুনানি তালিকাভুক্ত করতে সম্মত সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ।। বিচারপতি যশবন্ত বর্মার দিল্লির বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের পর স্টোররুম থেকে পুড়ে যাওয়া বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের আবেদনের জরুরি শুনানি তালিকাভুক্ত করতে সোমবার সম্মত হয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি বি আর গবাই এবং এ ভি মশিহ-র নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ মামলাটি শুনানির জন্য আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার তালিকাভুক্ত করেছেন। তবে আবেদনকারী ম্যাথিউস জে. নেডুমপারা জানান, তিনি মঙ্গলবার অনুপস্থিত থাকবেন। এরপর প্রধান বিচারপতি জানান, আগামী বুধবার মামলাটি শুনানির জন্য তোলা হবে, তবে শীর্ষ আদালতের রেজিস্ট্রার যে ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করেছে, তা সংশোধনের সাপেক্ষে এটি তালিকাভুক্ত হবে।

এর আগে, গত সপ্তাহে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ 'আউট অফ টার্ন' শুনানির অনুরোধ নাকচ করে জানিয়েছিল, আবেদনকারীকে প্রচলিত 'মেনশনিং প্রসিডিউর' অনুসরণ করতে হবে, যা ইমেইলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন করতে হয়েছে।

আবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিচারপতি বর্মা যদি দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে থাকেন, তাহলে শুধুমাত্র অভিশংসন যথেষ্ট নয়; তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক। আবেদনপত্রে বলা হয়েছে, 'এটি জনগণের ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক অপরাধ। যখন একজন বিচারপতি যিনি ন্যায়বিচারের রক্ষক, তিনি নিজেই অভিযুক্ত হন, তখন অপরাধের গুরুত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২০ মে, ২০২৫ ইং
৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য

শিলচরে বাংলা ভাষা শহীদ দিবস প্রতি বছর ১৯ মে পালিত হয়। এই দিনটি ১৯৬১ সালের ১৯ মে তারিখে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে বাংলা ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ১১ জন শহীদদের স্মরণে পালিত হয়। অসম সরকার কর্তৃক অহমিয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণার প্রতিবাদে এই আন্দোলন সংগঠিত হইয়াছিল। সেদিন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলিতে কানাইলাল নিয়োগী, চন্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য্য শহীদ হন।

শিলচরের এই ভাষা শহীদ দিবস কেবল আসামের বরাক উপত্যকাতেই নয়, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাতেও পালিত হয়। এই দিনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে বিভিন্ন শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে নির্মিত ভাষা শহীদ স্মৃতিসৌধে সকলে এসে শহীদদের প্রতি তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করিবার সময় ভাষা আন্দোলনে শহীদ ১১ জনের দেহভস্ম নির্মাণ সামগ্রীর সাথে মিশাইয়ায়ে দেওয়া হইয়াছিল।

১৯ মে এখন বরাক উপত্যকার মানুষের কাছে এক গভীর শোক ও শ্রদ্ধার দিন। এই দিনটি তাহাদের মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহিমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

১৯৬১ সালের ১৯ মে আসামের বরাক উপত্যকায় ১১ টি তরুণ প্রাণ মাতৃভাষার জন্য শহীদ হইয়াছিল। ১৯৭২ ও ১৯৮৬ সালে আরও তিন তরুণ প্রাণ আত্মবলিদান দেয় সেখানে। তাহারও আগে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়াছেন মানুষ। এ লড়াই ভাষার লড়াই নয়, বরং আধিপত্যবাদের লড়াই।স্বাধীনতার পর পরই বাংলা ভাষা আসামের আধিপত্যবাদের শিকার হয়। ১৯৪৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলই, রাজ্যপাল আকবর হায়দারি, সাংসদ নীলমণি ফুকনরা চেষ্টা করিতে লাগলেন, কীভাবে বাংলা ভাষাকে সরাইয়া দিয়া অসমিয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা করা যায়। তাহারই জেরে ১৯৬০ সালে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে ঘোষণা করিবার প্রস্তাব নেওয়া হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তেজনা বাড়িতে থাকে। বাঙালিরা আক্রান্ত হন। প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ বাঙালি আসাম ছাড়িতে বাধ্য হন। নয় জন বাঙালি নিহত হন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চলিহা পুনরায় প্রস্তাব আনেন, অসমিয়া হইবে আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা। এ সবের বিরোধিতা চলিতে থাকে, মূলত বাঙালিরাই করেন। এসবের ফলে শিলচরে ১৯৬১ সালের ১৯ মে ১১ জনকে আসাম সরকারের পুলিশ গুলি করিয়া হত্যা করে। সে সব ইতিহাস।

কেন এই পুরনো ইতিহাস ঘাঁটি আমরা? কেনই বা আত্মবলিদানকে স্মরণ করি? সে কি শুধু বাংলা ভাষার জন্য? শাসকের রক্তচক্ষুকে ভয় পাননি, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া লড়াই করিয়াছেন, নিরস্ত্র সংগ্রাম কিন্তু বীরের লড়াই। কোন ভাষার জন্য লড়িয়াছিলেন তাঁহারা, তাহা একটি নিছক তথ্যমাত্র। ঘটনা হইল, তাঁহারা লড়িয়াছিলেন মাতৃভাষার জন্য, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন।মাতৃভাষা সহজাত। অন্য ভাষা অর্জন করিতে হয়। সমাজের পিছাইয়া পড়া মানুষরা একটিমাত্র ভাষা জানেন, তাহা হইলো তাঁহার মাতৃভাষা। অসমিয়াকে বা উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা করিলে বাঙালি রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা হইয়া পড়িবে। ওই ভাষার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাষ্ট্রের আদেশনামা পড়িতে পারিবেন না, বুঝিতে পারিবেন না; সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অসমিয়াদের থেকে পিছাইয়া পড়িবেন তাঁহারা। মাতৃভাষা কাড়িয়া নিলে জীবনের প্রায় সব দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এ হইলো শাসিতের উপর শাসকের চরম আক্রমণ। সাদা চোখে এই আধিপত্য বোঝা সহজ নয়। যেমন সাঁওতালরা বাংলার আধিপত্য মানিয়া নিয়াছেন, বাধ্য হইয়াছেন। ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুরা গরিষ্ঠের শাসন মানিয়া নেন। আসামে কিন্তু বাঙালি সংখ্যালঘু ছিল না, যেমন পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুভাষী ছিল হাতে গোনা।

আসামে শাসক চাহিয়াছিল বাংলার জায়গায় অসমিয়া চালু করিতে। -অসমিয়াদের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া নিতে। আর তাহার জন্য চাই মাতৃভাষার উপর আঘাত হানা। ঠিক তাই করা হইয়াছিল।

আমাদের জীবনের সমস্ত কিছু তিনটি জিনিসকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয় — ভাষা, চিন্তন ও জগৎ। ভাষা ছাড়া আমরা চিন্তা করিতে পারি না। মাতৃভাষায় আমরা চিন্তা করি, কল্পনা করি, স্বপ্ন দেখি। ভাষা ছাড়া চিন্তন অসম্ভব। চিন্তনের একটি মূল জায়গা

হইল জগৎ বা 'ওয়ার্ল'। ভাষার উপর আঘাত হানিতে পারিলে চিন্তার জায়গাকে ক্ষতবিক্ষত করা সম্ভব হইবে, আর সেটা সম্ভব হইলে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জগতকে বুঝিতে পারিবে না মানুষ। সে পঙ্গু হইয়া পড়িবে। প্রশ্ন করিবে না, শাসিত ও শোষিত হইবে বিনা প্রশ্নে।ভাষার এই সংগ্রাম শুধু বাঙালিদের একচেটিয়া, এরকম মনে হইতে পারে না। তামিল, কন্নড়, মালয়ালম, কোঙ্কনি ভাষা নিজেদের অধিকারের জন্য দশকের পর দশক আন্দোলন করিয়াছে। সংবিধানে স্বীকৃত ভাষার তকমা পাইতে মৈথিলি, কোঙ্কনির বহু সময় লাগিয়াছে। সাঁওতালিকে জনজাতি ভাষার মর্যাদা দিতেও দেরি করা হইয়াছে অনেক।১৯ মে ১৯৬১ সালের এইদিনে আসাম রাজ্যের শিলচরের এগারো জন বাঙালি মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য তথা বাংলায় কথা বলিবার জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব বাংলায় মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভাষা আন্দোলন হইয়াছিল এবং প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন সালাম, রফিক, সফিক, বরকত ও জব্বার। সেই ভাষা আন্দোলনের নয় বছর পরে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এমন আরো একটি আন্দোলন হইয়াছিল এবং সে আন্দোলেনে একজন নারীসহ এগারোজন বাঙালি বুকের রক্ত দিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন আসামের বরাক উপত্যকার শিলচরে, সে কথা আমাদের অনেকের এখনো হয়তো অজানা রহিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে একই ভাষার জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্রে এবং আলাদা সময়ে প্রাণ দেয়ার অনন্য ইতিহাস এটি। মায়ের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া১১ জন শহীদ হন, তাহারা হইলেন-কমলা ভট্টাচার্য্য (পৃথিবীর এক মাত্র নারী ভাষা শহীদ), শচীন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, কানাইলাল নিয়োগী, চন্ডিচরন সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, হীতেশ বিশ্বাস, কুমুদরঞ্জন দাস, তারিণী দেবনাথ, সুনীল সরকার এবং সুকুমার পুরকায়স্থ। আসাম রাজ্য সরকার আন্দোলনকারীদের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়াছিল বাংলাকে ২য় রাজ্যভাষা হিসেবে ঘোষণা দিতে।

উদ্দাম সাদ্দাম

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

সাদ্দাম হোসেন ছিলেন ইরাকের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। এর আগে তিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ১৯৭৯ থেকে ১৯৯১ ও ১৯৯৪ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আরব সোশ্যালিস্ট বাথ পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তিনি বাথিজম নামক আরব জাতীয়তাবাদ ও আরব সমাজতন্ত্রের মিশ্র মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। সাদ্দামের নীতি ও ধারণাগুলো সম্মিলিতভাবে সাদ্দামবাদ নামে পরিচিত।

সুন্নি আরব পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সাদ্দাম ১৯৫৭ সালে বিপ্লবী বাথ পার্টিতে যোগ দেন। ১৭ জুলাই বিপ্লবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার মাধ্যমে বাথ পার্টি ক্ষমতা লাভ করে এবং আহমেদ হাসান আল-বকর রাষ্ট্রপতি হন এবং সাদ্দাম উপ-রাষ্ট্রপতি হন। উপ-রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সাদ্দাম ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে জাতীয়করণ করেন, অর্থনীতির বহুমুখীকরণ করেন এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা চালু করেন। তিনি ইরাকের বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় ইরাক-কুর্দি যুদ্ধে কুর্দি বিদ্রোহ দমন করেন এবং ১৯৭৫ সালে ইরানের সাথে আলজিয়ার্স চুক্তি স্বাক্ষর করে ইরান-ইরাক সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। ১৯৭৯ সালে আল-বকর পদত্যাগ করার পর সাদ্দাম আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার শাসনামলে দেশের ক্ষমতার পদগুলোতে মূলত সুন্নি আরবদের নিয়োগ দেওয়া হতো, যারা ইরাকের জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ ছিল।

২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট ইরাক আক্রমণ করে সাদ্দামের শাসন উৎখাত করে। পরবর্তীতে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ইরাকি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

আমেরিকা ইরানের যুদ্ধ

জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করে সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে উৎখাত করে। এই অভিযানের প্রধান কারণগুলি ছিল:

গণবিধ্বংসী অস্ত্রের (ঢগঞ্জ) মিথ্যা অভিযোগ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য দাবি করেছিল যে সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে এবং তিনি সেগুলি তৈরি করছেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের জন্য একটি হুমকি। পরবর্তীতে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

সন্ত্রাসবাদের সাথে মিথ্যা সম্পর্ক: বুশ প্রশাসন সাদ্দাম হোসেনের সরকারের সাথে সন্ত্রাসী সংগঠন, বিশেষ করে আল-কায়েদার সম্পর্ক থাকার মিথ্যা অভিযোগ করে। তারা ইরাক যুদ্ধকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' অংশ হিসেবে তুলে ধরে।

মানবাধিকারের অজুহাত: সাদ্দাম হোসেনের সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ড এবং ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকেও যুদ্ধের ন্যায্যতা হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

তবে, অনেক বিশ্লেষক মনে করেন যে এর পেছনে অন্যান্য ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থও কাজ করেছিল। ইরাকের তেল সম্পদ এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও এর একটি কারণ হতে পারে।

জাতিসংঘের ম্যান্ডেট ছাড়াই এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী অস্থিতিশীলতা, ব্যাপক প্রাণহানি এবং আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে।

সাদ্দাম হোসেনের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো:

তেল জাতীয়করণ: ১৯৭২ সালে সাদ্দাম হোসেন ইরাকের তেল কোম্পানিগুলোর জাতীয়করণ করেন। এর ফলে দেশটির অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে এবং তেল সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় সরাসরি ইরাকের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ইরাক তার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আরও বেশি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: ১৯৭০-এর দশকে ইরাক দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। দেশটির বাজেট উদ্বৃত্ত ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায় এবং ইরাকি দিনারের মান তিন মার্কিন ডলারের বেশি ছিল।

সাদ্দাম হোসেনের সরকার তেল সম্পদের বাইরে অন্যান্য শিল্প যেমন পেট্রোকেমিক্যাল, সার উৎপাদন এবং বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিকে বহুমুখী করার চেষ্টা করেছিল।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন: সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে ইরাকে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, খনি শিল্পের প্রসার এবং অন্যান্য শিল্পের উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয় এবং দেশের প্রায় প্রতিটি শহরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়।

কৃষি উন্নয়ন: ১৯৭০-এর দশকের আগে ইরাকের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করত এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছিল কৃষক। সাদ্দাম হোসেনের বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন নীতির ফলে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা: সাদ্দাম হোসেনের সরকার ইরাকের নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করে। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা লাভ করে।

নারীর অধিকার: সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলে নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। নারীরা সরকারি পদে নিয়োগ পেত এবং ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ লাভ করত।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা: তার শাসনামলে ইরাকে খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। কোনো বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান দেখা যায়নি।

তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সাদ্দাম হোসেনের শাসনকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং কঠোর স্বৈরশাসনও বিদ্যমান ছিল। বহু মানুষ তার সরকারের দমন-পীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

সাদ্দাম হোসেনের শাসনকালে অনেক খারাপ কাজ সংঘটিত হয়েছিল। তার কিছু উল্লেখযোগ্য খারাপ কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো:

মানবাধিকার লঙ্ঘন:

গণহত্যা ও জাতিগত নিধন: কুর্দিদের বিরুদ্ধে 'আনফাল' অভিযানের সময় ব্যাপক গণহত্যা ও জাতিগত নিধন চালানো হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে হালাবজা শহরে রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করে প্রায় ৫০০০ কুর্দিকে হত্যা করা হয়। এছাড়াও, ফায়লি কুর্দি ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন চালানো হয়েছিল।

রাজনৈতিক দমন: সাদ্দাম হোসেনের সরকার বিরোধী মতাদর্শীদের কঠোরভাবে দমন করত। নির্বিচারে গ্রেফতার, কারাবাস, নিরাতন ও মৃত্যুদণ্ড ছিল নিয়মিত ঘটনা।

গণকবর: ইরাকের বিভিন্ন স্থানে গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা সাদ্দাম সরকারের ত্নন্ড্ঠথন্নুষ্ঠ-র সাক্ষ্য বহন করে।

রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার: সাদ্দাম হোসেন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং নিজ দেশের কুর্দি জনগণের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন।

নির্যাতন: বন্দীদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হতো। এর মধ্যে ছিল শারীরিক আঘাত, ধর্ষণ, বৈদ্যুতিক শক, উপবাস রাখা এবং অন্যান্য অমানবিক পদ্ধতি।

গুম: বহু মানুষকে গ্রেফতারের পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধ ও আগ্রাসন:

ইরান-ইরাক যুদ্ধ (১৯৮০-১৯৮৮): সাদ্দাম হোসেনের আগ্রাসী নীতির কারণে এই দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে উভয় পক্ষের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিহত ও আহত হয়।

কুয়েতহুদ্রন্তুথন্ধুদ্রদ্র (১৯৯০): সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশে ইরাকি বাহিনী কুয়েত দখল করে নেয়, যা পরবর্তীতে উপসাগরীয় যুদ্ধের জন্ম দেয়। এই আগ্রাসন আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দিত হয়েছিল এবং এর ফলে ইরাকের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

অন্যান্য খারাপ কাজ:

অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা: সাদ্দাম হোসেনের যুদ্ধ ও ভুল নীতির কারণে ইরাকের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ব্যক্তি পূজা: সাদ্দাম হোসেন নিজের একটি বিশাল ব্যক্তিত্বের ত্বন্ডনষ্ঠ তৈরি করেছিলেন এবং জনগণের উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ভয় ও ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন।

পরিবেশের ক্ষতি: সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশে শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলের জলাভূমি শুকিয়ে ফেলা হয়েছিল, যা পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল।

সাদ্দাম হোসেনের শাসন ইরাকের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। তার কর্মকাণ্ডের ফলে বহু মানুষ দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার শিকার হয়েছিল এবং দেশটির দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হয়েছিল।

পলিব্যাগে মাশরুম চাষ করে লাখপতি দিদি বিউটি শীল

।।নীতা সরকার।।

মাশরুম চাষ বর্তমান সময়ে এক লাভজনক ব্যবসা। এই চাষের মাধ্যমে আমাদের দেশ তথা এ রাজ্যের অনেক মহিলা ও পুরুষ স্বনির্ভর হয়েছেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাগণ স্বসহায়কদল গঠনের মাধ্যমে টিআরএলএমের সহায়তায় এই মাশরুম চাষে বিশেষ সাফল্য অর্জন করছেন এবং অনেকে লাখপতি দিদি হয়েছেন। এই লাখপতি দিদি তৈরির স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ ও উৎসাহে, সহায়তায় গ্রামীণ মহিলাগণ বিভিন্ন স্বসহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে মাশরুম ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন, চাষাবাদ করে লাখো টাকা উপার্জন করছেন এবং লাখপতি দিদির শিরোপাও অর্জন করেছেন। তেমনি একজন লাখপতি দিদি হলেন পুরাতন আগরতলা ব্লকের মধ্য চাম্পামুড়া গ্রাম প'ায়েতের বিউটি শীল।

বিউটি শীলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানা যায়, প্রথম পর্যায়ে মাত্র ৫ হাজার টাকা দিয়ে স্ব উদ্যোগে তিনি পলিব্যাগে মাশরুম চাষ শুরু করেন। সময়টা ছিল ২০১৯ সাল। নিজের বাড়িতেই একটি ঘরে মাশরুমের চাষ শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে ২০২২ সালে তিনি এলাকার রত্না শীলের নেত'ত্বে গঠিত মুক্তা স্বসহায়ক দলে সদস্যা হিসাবে যুক্ত হয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে তার মাশরুম চাষের পরিধি আরও বিস্তার করেন। প্রথমদিকে মাশরুম চাষের বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছুই জানতেন না। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি একজন দক্ষ মাশরুম চাষী হয়ে উঠেছেন। সেই সাথে হয়ে উঠেছেন একজন আত্মনির্ভর নারী। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, টিআরএলএম তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মাশরুম চাষে তাঁকে উৎসাহিত করেছে এবং আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। সেই সহায়তার মধ্যে তিনি স্বল্প সুদে ব্যাঙ্ক লোন পেয়েছেন তিনবার। প্রথমে ৫০ হাজার টাকা, দ্বিতীয়বারে ১ লক্ষ টাকা ও ত'তীয়বারে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তিনি মাশরুম চাষের পরিমাণ বাড়িয়েছেন এবং লাভের টাকা দিয়ে ঋণও পরিশোধ করে গেছেন। তিনি বর্তমানে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাশরুমের চাষ করছেন। মাশরুমের ফার্ম গড়ে তুলেছেন নিজ বাড়িতেই। তিনটি ঘরে স্তরে স্তরে পলিব্যাগে মাশরুম ব্যাগ তৈরি করে ঝুলিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, ১০ থেকে ১৫ দিন অন্তর অন্তর এই পলিব্যাগ থেকে মাশরুম পাওয়া যায়। পাইকাররা বাড়িতে এসেই পাইকারী দামে মাশরুম কিনে নিয়ে যান।

২য় পাতায়

তিনি বলেন, এই কাজে এলাকার দু'জন মহিলা তাকে সবসময় সাহায্য করেন। বিউটি শীল আরও বলেন, বর্তমান সময়ে এই মাশরুম চাষ সত্যিই একটি সহজ ও লাভজনক ব্যবসা। বাজারে মাশরুমের চাহিদাও প্রচুর রয়েছে। এই চাষের জন্য খুব বেশি জায়গাও লাগে না, খরচও কম লাগে। তিনি তার মাশরুম চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি দেখাতে দেখাতে বলেন, এবছর প্রথম তিনি হাঁপানীয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত আ'লিক সরস মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং পুরস্কারও অর্জন করেন। পুরস্কার হিসেবে ১০ হাজার টাকা পান। সব খরচ বাদ দিয়ে তিনি এই মেলায় মাশরুম ও মাশরুমের ব্যাগ বিক্রয় করে প্রায় ৩০ হাজর টাকা উপার্জন করেছেন। মাশরুম চাষের সাথে তিনি মাশরুমের আচার, জ্যাম, জেলী, চিপস তৈরি করে ভাল উপার্জন করছেন। বাড়ির আঙ্গিনায় ফুলের নার্সারীও করেছেন। বর্তমানে উপার্জনশীল বিউটি শীলের কাছে উৎসাহের কোন অভাব নেই। তার আন্তরিক প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রম আজ তাকে সাফল্যের পথ দেখিয়েছে। তাই তো তিনি আজ একজন সফল আত্মনির্ভর নারী ও লাখপতি দিদি। বিউটি শীলের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে প্রতিবেশী জ্যোৎস্না চৌধুরীও এই মাশরুম চাষে এগিয়ে এসেছেন। বসুন্ধরা সহায়ক দলের হয়ে মাশরুম চাষের মাধ্যমে তিনিও লাখপতি দিদি হয়ে উঠেছেন। বিউটি শীল ও জ্যোৎস্না চৌধুরী দু'জনেরই বক্তব্য মাশরুম চাষ গ্রামীণ মহিলাদের আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য সত্যিই একটি সুন্দর মাধ্যম। তাদের আশা সমাজের অন্যান্য মহিলাগণ ও এই পথে এগিয়ে আসবেন। ধীরে ধীরে তারা আত্মনির্ভর হবার স্বপ পূরণ করবেন।

ভারতীয় ধ্রুপদী শাস্ত্রীয় সংগীতের দূত পণ্ডিত রবিশঙ্কর

পূব আকাশের রূপ প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয়। স্নিগ্ধ বাতাবরণ সৃষ্টি করে ভোর পেরিয়ে যায়। পাখিরা নীড় থেকে উড়ে যায় মেঘেদের কোল ঘেঁষে। শুভ সকালের বার্তা নিয়ে আসে। এই ভোরের সিগ্ধতায় সৃষ্টি হয় 'ভৈরবী রাগ। সকাল মানেই আবার একটা কর্মব্যস্ত দিন। গাছেরা সালোকসংশ্লেষ শুরু করে খাদ্য তৈরি করে। পাখিরা সারা দিনের খাদ্যের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এ গাছ থেকে ও গাছে। এই সয় যেন অপেক্ষা করে রাগ 'বিলাবল'। আবার সারাদিনের ক্লান্তির পর পাখিরা যে যার বাসায় ফিরে আসে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে সূর্য। গোধূলির রঙে খেলে পশ্চিম আকাশ। পরিবেশ ও প্রকৃতি ঠাণ্ডা হয়ে আসে, জোনাকির মিটিমিটি আলো ভরিয়ে দেয় চারচার। এই প্রকৃতির মাধুর্যে সৃষ্টি হয় 'ইমন রাগ'। সারাদিনের ক্লান্তির পর সবাই চায় শান্তির ঘুম। নিশিরাত সাক্ষী থাকে। এক অপূর্ব মুর্ছনায় জন্ম নেয়। বাগ 'কাফী' প্রকৃতি থেকেই জন্ম রাগের। তাই শাস্ত্রীয় রাগ সংগতের সুরমূর্ছনার মধ্যেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। তাই যে রাগসংগীত ঈশ্বরের জন্যই নিবেদিত। 'মেঘমল্লার রাগ' যেমন বৃষ্টি আনতে পারে। আবার 'দীপক রাগ' আগুন জ্বলতে পারে। এই রাগ সংগীত যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরাই তো ঈশ্বরের প্রতিনিধি। স্বয়ং সরস্বতী তাঁদের মধ্যে বিরাজ করেন। প্রেক্ষাগৃহে সেতার হাতে এমনি সব রাগের জন্ম দিয়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ধ্রুপদী রাগের মুর্ছনায় ভরিয়ে রাখতেন সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তাঁর হাতের ছোঁয়া মনে করিয়ে দিত বোর হচ্ছে, পাখিরা ঘুম থেকে উঠে ডেকে চলেছে। 'কাফী' রাগের সুর নিশিরাতের অপূর্ব স্নিগ্ধতা ভরিয়ে রাখত। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতে বিশাল এবং রীতিমতো সুনির্দিষ্ট পরিবেশনায় স্বতন্ত্র শৈলীর নিদর্শন রাখতে পারেন তিনিই। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা ছাড়া এটা কোনওদিন সম্ভব হত না। তিনি প্রতিটি অনুষ্ঠান করার আগে ধূপকাটি জ্বেলে ঈশ্বর বন্দনা করে শুরু করতেন অনুষ্ঠান। ১৯৩৮ সালে বড় ভাই উদয়শঙ্করের নাচের দল ছেড়ে দীক্ষা নেন শাস্ত্রীয় সংগীতের বিখ্যাত সেতার শিল্পী আলাউদ্দিন খান সাহেবের কাছে। গুরু আলাউদ্দিন সাহেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণের সময় থেকেই তিনি ভোরবেলায় শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা করতেন। আলাউদ্দিন সাবে সব বাজনা বাজালেও সেতার তিনি বাজাতেন না, তিনি মুখে বোল দিতেন। রবিশঙ্করের কথায়, 'ওর বাজানায় ওঁর মেধায় যে একটা তপস্যার ভাগ ছিল, তা আমাকে মুগ্ধ করত।' শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তা উপলব্ধি করেন রবিশঙ্কর গুরুজি আলাউদ্দিন সাহেবের কাছে এসেছে। বাজনা বাজাতে বসে দু'মিনিটের মধ্যে চোখে জল এনে দিতে পারতেন তিনি। রবিশঙ্কর বলতেন, মালকোষ রাগ বাজাতে এসে বাজনা ধরে কাঁদছেন তিনি। কাঁদছেন রবিশঙ্কর। এ কান্না আনন্দের পরম প্রাপ্তির এবং অনুভূতির। ১৯৩৯ সালে আহমেদাবাদ শহরে রবিশঙ্কর প্রথম সেতার পরিবেশনা করেন। সেখান থেকেই শুরু হওয়া সেতারের সুর আমৃত্যু কাল পর্যন্ত বহন করেছিলেন। নিজেকে তুলে ধরেছেন একজন বৈশ্বিক সংগীতজ্ঞ, সংগীত স্রষ্টা, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এক মেধাবী দূত হিসাবে। ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সংগীত পরিচালনক হিসাবে তিনি যোগ দেন। গতানুগতিক নয়, সৃষ্টিশীল কাজে তিনি ডুবে থাকতে বেশি ভালোবাসতেন। সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি ছায়াছবি 'পথের পাঁচালি', 'অপুর সংসার', 'অপরাজিত' সংগীত পরিচালনায় ছিলেন এই অমর সেতার শিল্পী। তিনি পাশ্চাত্য সংগীতক মর্যাদা দিয়েছেন বলেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এবং লোকসংগীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছতে পেরেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের প্রচার এবং মানবিক সহায়তা করার জন্য নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়াড গার্ডেনে আয়োজিত হয়। 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিখ্যাত ব্যান্ড শিল্পী জর্জ হ্যারিসনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই মুক্তি যুদ্ধের সময় 'কনসার্ট অফ বাংলাদেশ' একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। জর্জ হ্যারিসন তাই বলেছেন, 'রবিসঙ্কর হলেন বিশ্ব সংগীতের দেবপিতা'। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক একাধিক সম্মানে তিনি ভূমিষত হয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, দেশিকোত্তম, বিদেশ থেকে তিনি ফুকোদা এশিয়ান কালচারাল প্রাইজেস-এর গ্র্যান্ড প্রাইজ, সুইডেনের পোলার মিউজিক প্রাইজ, ফরাসি সর্বোচ্চ সিভিলিয়ান অ্যাত্তার্ড লিজিয়ন অফ অনার, রানি এলিজাবেধ কর্তৃক প্রদত্ত অনারারি নাইটহুড, দু'টি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড ছাড়াও দেশি -বিদেশি অজস্র পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় তিনি কত বড় সুরসাধক ছিলেন। একবার ত্রিবেণী কলাসঙ্গীমের পক্ষ থেকে এক আসরের আয়োজন করা হয়। সেখানে আলি আকবর আর রবিশঙ্করের যুগলবন্দি দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে যান। এরা দু'জনেই ছিলেন সম্পর্কে সালা-ভগ্নিপতি। দু'জনেই দিকপাল গুরুর শিষ্য। দু'জনেই মঞ্চে ছোটখাটো খুনসুটিতে মেতে থাকতেন। দু'জনেই রাগের জন্ম কোমল স্বর কি চড়া স্বর সব কিছুতেই যেন দু'জন দু'জনকে ছাপিয়ে যায়, কিন্তু কোনও সময় আলি আকবরের একটু সুরের তাল কাটে। রাগ পরিবেশন কার শেষ হলে দর্শকরা হাততালি দিয়ে যখন দু'জনকে অভিবাদন করছেন ঠিক এই সময় সঞ্চালকের কাছ থেকে মাইক নিয়ে রবিশঙ্কর বলেন, আলি আকবর ভাইয়ের ঠিক এগারোটা কুড়ি মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডে হাত মিস হয়ে গেছে নোট কুন। সকলে হো হো করে হেশে ওঠেন। আলি আকবরও মাথা ঝুঁকিয়ে সেই ভুল স্বীকার করে। এমনিই ছিল তার সেতারের পাণ্ডিত্য। তিনি যেন সেতারকে কথা বলাতে পারতেন। দিল্লির ললিতকলা একাডেমিতে বাজাচ্ছেন রবিশঙ্কর, অনুষ্ঠানের থিম, 'মেলেডি অ্যান্ড রিদিম'। সেন্ট্রাল বক্সে বসে আছেন স্বয়ং নেহরু। রবিশঙ্কর রাখলেন একটা লোরি বা গুমপাড়ানি গান। 'শো যা রে লাডলা, তারে বিছৌনা বন্ধন কে পানা'। একটা নিস্তব্ধ ঘুম ঘুম পরিবেশ। অনুষ্ঠানের শেষ হওয়ার পরও একটাও হাততালি নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার ভাষা দিবসকে সামনে রেখে আমরা বাঙালি আগরতলায় এক কর্মসূচির আয়োজন করেন।

শিরুই লিলি উৎসব ঘিরে উত্তেজনা

ইমফল-উখরুল পথে কড়া নিরাপত্তা, মৈতেইদের হুমকিদাতার বিরুদ্ধে এফআইআর

ইমফল, ১৯ মে: আগামী ২০ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত মণিপুরের উখরুল জেলায় অনুষ্ঠিত হতে চলা পাঁচদিনব্যাপী শিরুই লিলি উৎসব উপলক্ষে ইমফল-উখরুল ৮০ কিমি দীর্ঘ সড়কপথে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সোমবার পুলিশের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ইমফল থেকে উখরুল পর্যন্ত রাস্তায় টহল এবং যানবাহন পরীক্ষা চলছে। মৈতেই সম্প্রদায়ের মানুষজনকে উদ্দেশ্য করে কিছু কুকি সংগঠনের হুমকির পর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এই উৎসবটি রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ফুল শিরুই লিলি-এর সম্মানে আয়োজিত হয়, যা উখরুল জেলার টাংখুল নাগা-প্রধান পার্বত্য অঞ্চলে জন্মায়।

পর্যটন সহ একাধিক দপ্তরের সরকারি আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই উখরুল জেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছে গেছেন। বিশেষ করে ইয়াইংগাংপোকপি থেকে লিতান হয়ে মহাদেব পর্যন্ত অংশে, যেখানে কয়েকটি কুকি গ্রাম রয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে এই অঞ্চলজুড়ে মোতায়েন রয়েছে এবং উৎসব চলাকালীন অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হবে। পাহাড়ি অঞ্চলে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিধি পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত বাহিনী পৌঁছাতে পারে। এছাড়া, টাংখুল নাগা সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকরাও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশকে সহায়তা করছেন।

মণিপুর পুলিশ রোববার জানিয়েছে, মৈতেই সম্প্রদায়ের মানুষদের হুমকি সংক্রান্ত অভিযোগকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং দ্রুত তদন্ত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে, ১৭ মে কুকি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, দিল্লির সভাপতি পাওজাখুপ গুইতের বিরুদ্ধে একটি ভিডিওতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে চুরাচাঁদপুর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ভিডিওতে তিনি মৈতেইদের 'বাফার জোন' পার হয়ে উখরুলে ঢুকতে না দেওয়ার হুমকি দেন।মণিপুর পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলা হয়েছে, অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে পার্শবর্তী জেলাগুলোতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি, মিজোরাম, অসম, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের পুলিশকেও অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বাসভবনে নগদ অর্থ উদ্ধার : বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর-এর আবেদনে মামলার শুনানি তালিকাভুক্ত করতে সম্মত সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : বিচারপতি যশবন্ত বর্মার দিল্লির বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের পর স্টোররুম থেকে পুড়ে যাওয়া বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের আবেদনের জরুরি শুনানি তালিকাভুক্ত করতে সোমবার সম্মত হয়েছে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি বি আর গবাই এবং এ ভি মশিহ-র নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ মামলাটি শুনানির জন্য আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার তালিকাভুক্ত করেছেন। তবে আবেদনকারী ম্যাথিউস জে. নেডুমপারা জানান, তিনি মঙ্গলবার অনুপস্থিত থাকবেন। এরপর প্রধান বিচারপতি জানান, আগামী বুধবার মামলাটি শুনানির জন্য তোলা হবে, তবে শীর্ষ আদালতের রেজিস্ট্রার যে ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করেছে, তা সংশোধনের সাপেক্ষে এটি তালিকাভুক্ত হবে। এর আগে, গত সপ্তাহে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ 'আউট অফ টার্ন' শুনানির অনুরোধ নাকচ করে জানিয়েছিল, আবেদনকারীকে প্রচলিত 'মেনশনিং প্রসিডিউর' অনুসরণ করতে হবে, যা ইমেইলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন করতে হয়েছে। আবেদনে দাবি করা হয়েছে, বিচারপতি বর্মা যদি দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে থাকেন, তাহলে শুধুমাত্র অভিশংসন যথেষ্ট নয়; তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক। আবেদনপত্রে বলা হয়েছে, 'এটি জনগণের ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক অপরাধ। যখন একজন বিচারপতি যিনি ন্যায়বিচারের রক্ষক, তিনি নিজেই অভিযুক্ত হন, তখন অপরাধের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায় এবং শাস্তিও হতে হবে সেই অনুযায়ী।' আবেদনে আরও বলা হয়েছে, "পোড়া ও আংশিক পোড়া যে বিপুল অঙ্কের অর্থ উদ্ধার হয়েছে, তা স্পষ্টতই ঘুষ বা দুর্নীতির ফসল যা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ও দুর্নীতির প্রতিরোধ আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু কেন এ পর্যন্ত কোনো এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়নি বা অপরাধ আইনের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি, সে বিষয়ে কোনও সরকারি ব্যাখ্যা নেই।" উল্লেখ্য, গত মার্চের শেষ সপ্তাহে বিচারপতি অভয় এস. ওকা ও উজ্জ্বল ভূইয়ার বেঞ্চ একই আবেদনকারীর পক্ষ থেকে দায়ের করা আরেকটি মামলার নিষ্পত্তি করেন, যেখানে দিল্লি পুলিশকে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই বেঞ্চ জানিয়েছিল, "ইন-হাউস" তদন্ত চলছে। যদি ওই প্রতিবেদনে কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে, তাহলে এফআইআর দায়ের বা বিষয়টি সংসদের বিবেচনার জন্য পাঠানো যেতে পারে।" এদিকে, ১৪ মার্চ ঘটনার দিনেই এফআইআর না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে আবেদনে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেরিতে তথ্য প্রকাশ এবং ইলেকট্রনিক প্রমাণ লুকানোর চেষ্টা একটি ধামাচাপা দেওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। ঘটনার জেরে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে একটি তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীতে বিচারপতি বর্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হয়। গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইন-হাউস তদন্তের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ভারতের প্রধান বিচারপতি ইন-হাউস পদ্ধতির অধীনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে ৩ মে তিন সদস্যের কমিটির প্রতিবেদন এবং বিচারপতি বর্মার ৬ মে জবাবসহ চিঠি পাঠিয়েছেন।"

জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ানে অস্ত্র-গুলি সহ দুই জঙ্গি সহচর গ্রেফতার

শ্রীনগর, ১৯ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় দুই জঙ্গি সহচরকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। সোমবার এক বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়েছে।

শোপিয়ান জেলা পুলিশ এক্স-এ জানিয়েছে, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে শোপিয়ান এসওজি, সিআরপিএফ-এর ১৭৮ ব্যাটালিয়ন এবং সেনাবাহিনীর ৩৪ আরআর-এর যৌথ নাকা চেকপয়েন্টে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তল্লাশির সময় তাদের কাছ থেকে চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড, দুটি পিস্তল, ৪৩টি তাজা কার্তুজ এবং অন্যান্য সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।" জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে সন্ত্রাসবাদ, তাদের ওভারগ্রাউন্ড কর্মী এবং সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে যৌথ বাহিনী। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। গত সপ্তাহে শোপিয়ান ও পুলওয়ামা জেলায় টানা দুটি অভিযানে ছয়জন জঙ্গি নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে একজন লস্কর-ই-তইবা-র অপারেশনাল কমান্ডারও ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল পহেলগামের বাইসারান ময়দানে ধর্মের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষকে আলাদা করে ২৬ জন নিরীহ নাগরিককে হত্যা করেছিল লস্কর জঙ্গিরা। এর পরেই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানের ভেতরে, বিশেষ করে লাহোরের কাছে মুরিদকে, কোটলি ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মুজাফফরাবাদে জঙ্গি ঘাঁটির উপর নির্ভুল নিশানাযুক্ত হামলা চালায়।

পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান এলওসি ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর নির্বিচারে মর্টার শেল নিক্ষেপ করে। এই গোলাবর্ষণে পুঞ্চ, রাজৌরি, বারামুলা ও কুপওয়ারা জেলায় ২০০-রও বেশি ঘরবাড়ি ও দোকান ধ্বংস হয়। এছাড়া, শত শত সীমান্তবাসী নিজেদের ঘর, গবাদি পশু ও চাষের জমি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এখনো তারা পুরোপুরি গ্রামে ফিরতে পারেননি, কারণ সীমান্তবর্তী এলাকায় অকার্যকর মর্টার শেল নিষ্ক্রিয় করার কাজ করছে সেনাবাহিনী। এরই মধ্যে ১২ মে ভারতের এবং পাকিস্তানের দুই দেশের ডিরেক্টর জেনারেলস অফ মিলিটারি অপারেশনস যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছেন। এর পর থেকে সীমান্তে গোলাগুলি থেমে আছে।

গুজরাট উপকূলে সন্দেহজনক নৌকা উপকূলবর্তী নিরাপত্তায় উচ্চ সতর্কতা জারি

অহমেদাবাদ, ১৯ মে : গুজরাটের জাফরাবাদ উপকূল থেকে প্রায় ২২ নটিক্যাল মাইল দূরে একটি অজ্ঞাত ও সন্দেহজনক নৌকা নজরে আসায় রবিবার ব্যাপক সমুদ্রসীমান্ত নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারতীয় কোস্ট গার্ড, নৌবাহিনী ও মেরিন পুলিশ যৌথভাবে ব্যাপক আকাশ ও জলপথে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত, নজরদারি মৎস্যজীবীদের চোখে সন্দেহজনক গতিবিধি ধরা পড়ে। তারা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে তাঁদের নৌকার ক্যাপ্টেনকে খবর দেন, যিনি বিষয়টি জাফরাবাদ বোট অ্যাসোসিয়েশনকে জানান। তৎক্ষণাৎ ভারতীয় কোস্ট গার্ডকে অবহিত করা হয়।

প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, কোস্ট গার্ড একটি হেলিকপ্টার পাঠায় ঘটনাস্থলে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ওই নৌকাটি যেটি শুরুতে দমন উপকূলের দিকে যাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল, হেলিকপ্টার আসার পরই দিক পরিবর্তন করে পালানোর চেষ্টা করে।

চোখে পড়েছে এমন কয়েকজন মৎস্যজীবীর দাবি, নৌকাটিতে কয়েকজন মানুষ ছিল, যা উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দেয়। জাফরাবাদ বোট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কানাইয়ালাল সোলঙ্কি নিশ্চিত করেন, স্থানীয় জেলেরা নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতা করছেন এবং সমুদ্রে কড়া নজরদারি রাখছেন। ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে নজরে রেখেছেন স্থানীয় বিধায়ক হীরা সোলঙ্কি, যিনি জাফরাবাদ বন্দরে গিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। তিনি সমুদ্রে অবস্থানরত মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, যাতে ঘটনার প্রকৃত তথ্য জানা যায়।

এই ঘটনার পর উপকূলবর্তী সমস্ত প্রবেশপথে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পিপাভাভ মেরিন পুলিশ তাদের টহলদারি বাড়িয়েছে এবং অঞ্চলের সব সামুদ্রিক গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। রবিবার রাত পর্যন্ত ওই সন্দেহজনক নৌকার উৎস, উদ্দেশ্য এবং আরোহীদের পরিচয় জানা যায়নি। যদিও কোনো সরকারি বিবৃতি এখনো পাওয়া যায়নি, তদন্ত চলছে এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় আরও সন্দেহজনক কিছু নজরে এলে জেলেদের সঙ্গে সঙ্গে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

জাফরাবাদ গুজরাটের আমরেলি জেলার আরব সাগর উপকূলবর্তী একটি এলাকা, যা ভৌগোলিক কারণে উপকূল নিরাপত্তার দিক থেকে সংবেদনশীল। পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভৌগোলিক দূরত্ব এবং কিছু কৌশলগত দুর্বলতা এই অঞ্চলকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামুদ্রিক সীমান্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এবং মাছ ধরার এলাকা একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকায় এই অঞ্চলে সীমান্ত নজরদারি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। গুজরাটের উপকূলরেখা ১৬০০ কিমি-এরও বেশি দীর্ঘ, যার অনেক অংশই বিচ্ছিন্ন ও কম নজরদারিপূর্ণ।

বিশেষ করে ছোট ছোট বন্দর যেমন জাফরাবাদে অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা না থাকায়, অজানা বা সন্দেহজনক নৌকাগুলোর অজান্তে প্রবেশের সুযোগ বেশি থাকে। ভারত ও পাকিস্তানের জেলেরা প্রায়শই কাছাকাছি জলসীমায় কাজ করে থাকেন, এবং সীমানা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত না হওয়ায় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নৌকা পারাপার হয়ে যায়।

হরিয়ানায় সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা, পরিচয়হীন দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

গুরুগ্রাম, ১৯ মে: হরিয়ানার ঝাজ্জর জেলায় রোববার গভীর রাতে এক সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারীরা সাংবাদিক ধর্মেন্দ্র সিং চৌহানকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে সোমবার পুলিশ জানিয়েছে।

ধর্মেন্দ্র সিং চৌহান ঝাজ্জরের লুহারি গ্রামের বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন ধরেই সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত ছিলেন। রোববার কর্মদিবস শেষে বাড়ি ফিরে তিনি রাতের খাবার খেয়ে হাঁটতে বের হলে দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা গুলির শব্দ শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং চৌহানকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয় এবং তাঁকে পাটৌদির একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসকেরা তাঁর অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুরুগ্রামের গণেশ জি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন, যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি প্রাণ হারান।

চৌহানের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তাঁর মাথায় গুলি লেগেছিল, যার ফলে প্রথম থেকেই অবস্থাটি অত্যন্ত সংকটজনক ছিল।

খবর পাওয়ার পর পুলিশ ও ফরেনসিক বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে এখনো পর্যন্ত হামলাকারীদের পরিচয় বা হত্যার পেছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

চৌহানের পরিবার এখনো ধাক্কা সামলাতে না পেরে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে পারেনি।

এদিকে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বলেন, "হত্যাকারীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হোক। এই ঘটনার দ্রুত ও কঠোর তদন্ত জরুরি।"

PNIT No. 03/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2025-26

The Executive Engineer, Kamalpur Division, PWD(R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripuraon behalf of the 'Governor of Tripura', invites online Item rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Mtc. of Anandamarg school road under the jurisdiction of Kamalpur PWD(R&B) Sub-Division, Dhalai, Tripura during the year 2025-26 portion from 0.00 km to 0.210 km/ SH:- Paver block etc.
Estimated Cost: 23,26,412.62
Bid Fee: 1,000.00
2. Name of work: FDR and mtc of different roads under 45-Kamalpur AC under the
jurisdiction of PWD(R&B), Kamalpur Sub-Division during the year 2025-26.
Estimated Cost:
Bid Fee: 1,000.00
18,97,309.80
3. Name of work - FDR and mtc of different roads under 46-Surma AC under the
jurisdiction of PWD(R&B), Kamalpur Sub-Division during the year 2025-26.
Estimated Cost: 20,79,399.62
Bid Fee: 1,000.00
4. Name of work: PR of road from Panchashi-Kuchainala road to Kamalpur old suspension steel bridge under the jurisdiction of Kamalpur PWD(R&B) Su- Division, Dhalai, Tripura during the year 2025-26 portion from 0.00 km to 0.260 km / SH:- Metalling, PMC etc.
Estimated Cost: 16,21,770.80
Bid Fee: 1,000.00
Last date & time for online Bidding: 04/06/2025
up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/614/25

(Er. S.Deb Sarkar)
Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD(R&B)
Kamalpur, Dhalai District, Tripura.

NOTICE INVITING TENDER

A seal tender is invited for hiring of "Maruti Van (OMNI)/Eco" (Commercial) for Official use of District Information & Cultural Affairs Office, Belonia, South Tripura from reputed traders/ organisation/agencies to participate in the bidding as per following format
Format for quoting rate is given below:-

Format for quoting rate is given below:-

Sl. No.	Purpose	Rate of detention per day in Rs. (In figures & words)	Rate per KM in Rs. (figures & Words)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	To be issued at the District ICA Office, Belonia, South Tripura.		

Date of dropping of tender w.e.f. 21/05/2025 in every working days from 10:00 AM to 5:00 PM in the District Information & Cultural Affairs Office, Belonia, South Tripura.
Last date of dropping of tender 04/06/2025 up to 5:00 PM in the Office of the District Information & Cultural Affairs Office, Belonia, South Tripura and date of opening tender is 05/06/2025 at 12:00 Noon in the said Office.
The details of terms & conditions may be collected from the Office of the District ICA Office, Belonia on any working day between 10:00 AM to 5:30 PM from 21/05/2025 to 04/06/2025 on free of cost during Office hours excluding Govt. Holiday.
ICA/C/ 599/25

Sd/- Illegible
Assistant Director
District Information & Cultural Affairs Office
Belonia, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/13/2025-26
dated: 16/05/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/15/2025-26	₹ 1,079,169.00	₹ 21,583.00	60(sixty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 05/06/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 05/06/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/617/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DEBASHIS PAUL
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact: 8837256802

PNIT NO: 05/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 15/05/2025

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders for eleven nos. work Tenders as follows-

Sl. No.	DNIT No. & Date	Last Date & Time	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY / BID FEE (Non Refundable)	TIME FOR COMPLETION
1	e-DT-05/100s-Prahlad-P-HS/CE/RDD/AMP-DIV/DNIT/2025-26, Dated- 10/04/2025.	04/06/2025 15.00 Hours	Rs. 3,19,60,821.00	RS. 6,39,216.00 / RS. 8,000.00	350 Days
2	e-DT/11/100s-HSTL/PRHLD-PARA/CE/RDD/AMPDIV/DNIT/2025-26, Dated- 06/05/2025.		Rs. 3,19,60,821.00	RS. 6,39,216.00 / RS. 8,000.00	300 Days
3	09/SE-II/UDP/A-DIV/DNIT/2025-26, Dated- 07/05/2025.	28/05/2025 15.00 Hours	Rs. 92,80,316.00	RS. 1,85,606.00 / RS. 4,000.00	150 Days
4	06/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 15/05/2025		Rs. 19,99,874.00	RS. 39,997.00 / RS. 1,000.00	90 Days
5	07/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 15/05/2025		Rs. 12,42,463.00	RS. 24,849.00 / RS. 1,000.00	15 Days
6	91/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated- 20/02/2025		Rs. 5,40,029.00	RS. 10,801.00 / RS. 1,000.00	10 Days
7	92/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated- 20/02/2025		Rs. 5,40,029.00	RS. 10,801.00 / RS. 1,000.00	10 Days
8	01/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 05/04/2025.		Rs. 1,79,294.00	RS. 3,586.00 / RS. 1,000.00	15 Days
9	02/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 05/04/2025.		Rs. 1,79,294.00	RS. 3,586.00 / RS. 1,000.00	15 Days
10	03/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 05/04/2025.		Rs. 1,79,294.00	RS. 3,586.00 / RS. 1,000.00	15 Days
11	04/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated- 05/04/2025.		Rs. 1,79,294.00	RS. 3,586.00 / RS. 1,000.00	15 Days

For details website- https://tripuratenders.gov.in through eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/603/25

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer RD Amarpur Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-10/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated- 17/05/2025.
The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD /TTAADC/MES / CPWD/Railway / P&T / Other State PWD/ Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee	Class of Bidder
1	DNIe-T No. 39/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	9,62,727.00	19,255.00	180 Days	1,000.0	Appropriate Class
2	DNIe-T No. 40/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	9,70,649.00	19,413.00	180 Days	1,000.0	Appropriate Class
3	DNIe-T No. 104/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	19,66,256.00	39,325.00	90 Days	1,000.0	Appropriate Class
4	DNIe-T No. 109/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	31,29,717.00	62,594.00	90 Days	1,000.0	Appropriate Class
5	DNIe-T No. 16/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	9,64,950.00	19,299.00	365 Days	1,000.0	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 17/05/2025.at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-02/06/2025 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 02/06/2025 at 15.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

ICA/C-611/25

(Er. Samir Debbarma)
Executive Engineer
PWD (DWS) Division, Jirania
Ranirbazar, West Tripura

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডায়াবেটিসের নিশ্চিত নিরাময় লুকিয়ে রয়েছে রান্নাঘরেই

অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ হয়। আর সেই ক্ষরণ যদি একেবারেই কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তখনই রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। এই অবস্থাকেই বলা হয় ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসে একবার আক্রান্ত হলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় মাত্র। আজীবনের জন্য কখনই সেরে যায় না। বিশেষ কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে তেমনও নয়।

তবে বিশ্বজুড়েই বাড়ছে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা। ছোট থেকে বড় সকলেই আক্রান্ত এই অসুখে। ডায়াবেটিস ২ রকম। টাইপ ১ এবং টাইপ ২। যদিও টাইপ ২ ডজায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যাই বর্তমানে বেশি।

টাইপ ১ ডায়াবেটিস প্রধানত জিনগত। বংশপরম্পরায় যে ডায়াবেটিস আসে তা হল টাইপ ১ ডায়াবেটিস। গর্ভাবস্থাতেও অনেকে ডায়াবেটিসের শিকার হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এই মুহূর্তে বিশ্বে ৪২ কোটি ডায়াবেটিসের রোগী সম্পূর্ণ ভাবে ইনসুলিনের উপর নির্ভরশীল। নিয়মিত ভাবে তাঁদের ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। আর তাই এক্ষেত্রে সব সময় ওষুধ ভরসায় না থেকে ঘরোয়া প্রতিকারেও জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। তেমনই একটি প্রতিকার হল জায়ফল। জায়ফল সব রান্নাঘরেই থাকে। বিশেষত শীতের দিনে। কেক বানানোর সময় জায়ফল মিশিয়ে দিতে পারলে সুগন্ধ পাওয়া যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতেও তাই ভূমিকা রয়েছে জায়ফলের। জায়ফল রক্তে শর্করার মাত্রা নি.ন্ত্রণে রাখতে খুব ভাল কাজ করে। তবে ব্যবহার করার আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। এর আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, জায়ফলের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ট্রাইগ্লিসারাইড এবং কোলেস্টেরল কমাতে দারুণ ভাবে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল বাড়তে থাকলে ব্রেন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

আবার পুরুষদের যৌনক্ষমতা বাড়াতেও দারুণ কাজ করে জায়ফল। যে সব পুরুষের বিবাহিত জীবনে যৌনতা একেবারে মরে গিয়েছে তাঁরা পুণরায় উন্মাদনা ফিরে পেতে চাইলে রোজ জায়ফল খেলে কাজ হবে। জায়ফলের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি গুণ। আর তাই বাতের ব্যথা কমাতে, হৃদরোগ ঠেকাতে, ই কোলাই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ রুখতেও খুব ভাল কাজ করে জায়ফল। নিয়মিত ভাবে জায়ফল খেলে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ অনেকটাই ঠেকানো যায়। শীতকালে মনখারাপ, ডিপ্রেশন বাড়ে। চিন্তা নেই রান্নাঘরে একটু জায়ফল থাকলেই কাজ হয়ে যাবে। জায়ফল দিয়ে কেক, পোলাও বানিয়ে খান। স্ট্রেস হরমোন থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

কাজু বাদাম দেখলেই লোভ সামলাতে পারেন না

এমনিতে চিকিৎসকেরা বলেন বাদাম খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কিন্তু কাজু বাদামের ক্ষেত্রে কি এই কথাটা খাটে? কোনও দিনই আমাদের দেশে এই বিশেষ বাদামটির চাষ হত না। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামার হাত ধরে এদেশে এন্টি ঘটে কাজু বাদামের। তার পর থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পরে এর স্বাদের সুখ্যাতি।

এখন তো ভারতের পাশাপাশি দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশের একাধিক দেশে এই বাদামটির চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল কাজু বাদাম খাওয়া কি আদৌ স্বাস্থ্যকর? এক্ষেত্রে যদি বৈজ্ঞানিক নথির উপর ভারসা রাখতে পারেন, তাহলে বলতেই হয় যে পুষ্টিগুণ এবং শরীরিক উপকারিতার দিক থেকে কাজু বাদামের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে।

এতে উপস্থিত প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, খনিজ এবং ভিটামিন নানা ভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। শুধু তাই নয়, কাজু বাদামে ভিটামিনের মাত্রা এত বেশি থাকে যে চিকিতকেরা একে প্রকৃতিক ভিটামিন ট্যাবলেট নামেও ডেকে থাকেন। তবে একথাও ঠিক যে মাত্রা ছাড়া এই বাদামটি যদি কেউ খায়, তাহলে কিন্তু শরীরের উপকারের থেকে অপকার হয় বেশি। কারণ উপকারি উপাদানও যদি বেশি মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করে, চতাহলে উল্টো ফল হতে শুরু করে। তাই পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে কাজু বাদাম, তাহলেই দেখবেন এর খেল।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত যদি কাজু বাদাম খাওয়া যায়, তাহলে শরীরে নান পুষ্টিকর উপাদানের ঘাটতি দূর হয়, সেই সঙ্গে আরও কিছু উপাকার পাওয়া যায়। যেমন.

১. ক্যান্সার রোগ দূরে থাকে: এই মারণ রোগটি যদি সাপ হয়, তাহলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হল বেজি। তাই তো যেখানে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, সেখানে ক্যান্সার সেলের খোঁজ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই তো প্রতিদিন এক মুঠো করে কাজু বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। আসলে এই বাদমটির শরীরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ক্যান্সার সেলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি টিউমার যাতে দেখা না দেয় সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, কাজু বাদামে থাকা প্রম্যাস্থোসায়ানিডিন নামে একটি উপাদান এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. সংক্রমণের আশঙ্কা কমে: এই প্রকৃতিক উপাদানটিতে থাকা জিঙ্ক, ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তাই আপনি যদি এই ধরনের ইনফেকশনের শিকার প্রায়শই হয়ে থাকেন, তাহলে রোজের ডায়েটে কাজু বাদামের অন্তর্ভুক্তি ঘটাতেই পারেন।

৩. হার্টের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে: কাজু বাদামে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট একদিকে যেমন ক্যান্সার রোগকে দূরে রাখে, তেমনি নানাবিধ হার্টের রোগ থেকে বাঁচাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যাদের পরিবারে হার্ট ডিজিজের ইতিহাস রয়েছে, তারা প্রয়োজন মনে করলে এই প্রকৃতিক উপাদানটির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই পারেন।

৪. ব্লাড প্রেসার কন্ট্রলে থাকে: মাঝে মধ্যেই কি রক্তচাপ গ্রাফের কাঁটার মতো ওঠা-নামা করে? তাহলে তো চটজলদি কাজু খাওয়া শুরু করতে হবে। কারণ এই বাদামে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, যা ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে: কাজুতে রয়েছে ওলিসিক নামে এক ধরনের মোনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, যা দেহে বাজে কোলেস্টরলের মাত্রা কমাতে দারুন কাজে আসে। তাই তো নিয়মিত এই বাদমটি খেলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ফলে হার্টের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়।

৬. চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়: কপার হল সেই খনিজ, যা চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর পাশাপাশি চুলের গোড়াকে শক্তপোক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই উপাদানটি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে কাজুতে। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কিভাবে কাজু চুলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে থাকে। তবে এখানেই শেষ নয়, কাজু বাদামে থাকা কপার শরীরের অন্দরে এমন কিছু এনজাইমের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যা চুলের কালো রংকে ধরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

৭. হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: কাজু বাদামে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়াম থাকার কারণে এই বাদামটি নিয়মিত খেলে হাড়ের শক্তি বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুড়ো বয়সে গিয়ে অস্টিওআর্থারাইটিসের মতো হাড়ের রোগ হওয়ার আশঙ্কাও হ্রাস পায়।

৮. নার্ভের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: বাদামে শরীরের থারা ম্যাগনেসিয়াম নার্ভের ক্ষমতা বাড়িয়ে সার্বিকভাবে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর একবার ব্রেন পাওয়ার বাড়তে থাকলে ধীরে ধীরে ব্রেনের কগনিটিভ ফাংশনেরও উন্নতি ঘটে। ফলে বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগও বাড়তে শুরু করে।

বছর শেষে জ্বরে পড়লেন? চুমুক দিন এই ভেষজ চায়ে

শীতের আমেজ টের পাচ্ছে বঙ্গবাসী। আলমারি থেকে নেমেছে সোয়েটার, পুলওভার, মাফলার, কম্বল। রোজ বাজার থেকে আসছে পালং শাক, মেথি শাক, মুলো, বিট, গাজর, বেগুন, কমলালেবু। তার পাশাপাশি নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, কাশি, কফ জমে যাওয়ার সমস্যাও লেগে রয়েছে। অর্থাতমরশুমি সবজি খেয়েও রোগ প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। কিন্তু মরশুমি সবজি খেয়েই আপনার উপকার হতে পারে। ঠাণ্ডা লাগলে বেশিরভাগ মানুষ ভেষজ চায়ের খোঁজে থাকেন। এই সুযোগে চুমুক দিতে পারেন পার্সলে পাতার তৈরি চায়ে।

পার্সলে চায়ের উপকারিতা-

পার্সলে পাতার চা আয়রন সমৃদ্ধ। এই চা পান করলে রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্ন হয়। পার্সলে পাতায় ফলিক অ্যাসিড রয়েছে যা হোমোসিস্টাইনের প্রভাব প্রতিরোধ করে রক্তনালীগুলোকে ভাল রাখে। এতে হার্টের ক্ষতি এড়ানো যায়। এছাড়া পার্সলে পাতার চায়ে ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ রয়েছে। এই পুষ্টি ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। তাছাড়া এই চায়ের মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। সব মিলিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে পার্সলে চা। পার্সলে পাতায় ভিটামিন কে রয়েছে যা হাড়ের গঠনে সাহায্য করে। বাতের ব্যথা, গাঁটের ব্যথার মতো সমস্যা প্রতিরোধ করতে পার্সলে চা পান করুন। অস্টিওপরোসিস ঝুঁকি প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পার্সলে চা। তাছাড়া এই চা আপনার দাঁতকে মজবুত করতেও সাহায্য করে। পার্সলে চা হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায় এমন বেশ কয়েকটি প্রোটিনকে সক্রিয় করাতে সাহায্য করে।

ক্যানসারের কোষকে বৃদ্ধি হতে দেয় না পার্সলে চা। পার্সলে পাতার মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ক্যারোটিনয়েড রয়েছে যা কোষকে অক্সিডেটিভ চাপ ও ফ্রি র‍্যাডিকেলের হাত থেকে রক্ষা করে। পার্সলে পাতায় থাকা ফ্ল্যাভোনয়েডগুলি স্থূলতা এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করে। এছাড়া লুটেইন ক্যারোটিনয়েড স্তন ক্যানসারের কোষকে বাড়তে দেয় না।

পার্সলে চা তৈরির রেসিপি-

১ চা চামচ শুকনো পার্সলে পাতার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ তাজা পার্সলে পাতা মিশিয়ে নিন। সসপ্যানে জল গরম বসান। জল ফুটে উঠলে এতে ওই পার্সলে পাতার মিশ্রণটা ফেলে দিন। এরপর গ্যাস বন্ধ করে দিন। চা ছেঁকে নিন। পার্সলে চায়ে এক চামচ মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন।

পোস্ত খেলে শরীরের কি হয় জানেন?

যেভাবেই খান না কেন, স্বাদে এই খাবারটির কোনও বিকল্প আছে বলে তো মনে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হল পোস্ত কি আদৌ শরীরের পক্ষে উপকারী? অনেকে বলে এটি একেবারেই শরীরের পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পোস্তের অন্দরে উপস্থিত নানাবিধ ভিটামিন এবং মিনারেল নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে।

শুধু তাই নয়, একাধিক রোগের হাত থেকে বাঁচাতেও এই প্রকৃতিক উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন ধরুন.

১. ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধি পায়: ব্রেনকে সচল রাখতে ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং কপারের কোনও বিকল্প আছে বলে তো মনে হয় না। আর এই সবকটি উপাদান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে পোস্তে। তাই তো ব্রেন পাওয়ার যদি বাড়াতে হয়, তাহলে পোস্ত খেতে ভুলবেন না যেন! প্রসঙ্গত, যে কোনও ধরনের মস্তিস্কঘটিত রোগকে দূরে রাখতেও কিন্তু পোস্ত দারুন কাজে আসে।

২. এনার্জির ঘাটতি দূর করে: পোস্তোর অন্দরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, যা শরীরের ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি এনার্জির ঘাটতি দূর করতে দারুন কাজে আসে। তাই তো বলি বন্ধু, শরীরের সচলতা যদি বাড়াতে হয়, তাহলে সপ্তাহে ১-২ দিন পোস্ত খেতে ভুলবেন না যেন!

৩. পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়: শরীরকে সচল রাখতে প্রতিদিন যে যে উপাদানগুলির প্রয়োজন পরে, তার বেশিরভাগেরই যোগান দিয়ে থাকে পোস্ত। তাই তো নিয়মিত পোস্ত বড়া বা আলু পোস্ত খেলে দেহের অন্দরে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ভিটামিন সি, থিয়ামিন এবং ভিটামিন বি৬-এর ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। ফলে স্বাভবিকভাবেই শরীরের সচলতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি রোগ ভোগের আশঙ্কাও কমে। ত্বক ও চুলের বিভিন্ন সমস্যা নিমেষেই দূর করে কর্পূর! জানুন এর উপকারিতা

৪. হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: একেবারেই ঠিক শুনেছেন

বন্ধু! পোস্ত খাওয়া মাত্র শরীরে ফাইবারের মাত্রা এত পরিমাণে বেড়ে যায় যে হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না। তাই তো বলি খাদ্য রসিক বাঙালি, পেটকে যদি ঠান্ডা রাখতে হয়, তাহলে পোস্ত খেতে ভুলবেন না যেন!

৫. হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়ে: একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পোস্ত দিয়ে বানানো নানা পদ খেলে শরীরে উপস্থিত খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হার্টের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। তাই তো যাদের পরিবারে হার্টের রোগের ইতিহাস রয়েছে, তাদের এই প্রকৃতিক উপাদানটির সঙ্গে বন্ধুত্ব করটা কতটা দরকারি, তা নিশ্চয় বুঝেই গেছেন!

৬. পেটের রোগের প্রকোপ কমে: এবার থেকে যখনই দেখবেন স্টমাক পেন হচ্ছে, তখন অল্প করে পোস্ত গুঁড়ো নিয়ে তার সঙ্গে পরিমাণ মতো ঘি মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেবেন। তারপর সেই পেস্টটা ধীরে ধীরে পেট লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই দেখবেন কষ্ট কমে যাবে। নিশ্চয় ভাবছেন, পোস্তের মধ্যে এমন কী আছে, যার জন্য এমন কাজে লেগে থাকে! আসলে এই প্রকৃতিক উপাদানের মধ্যে পেপাভেরিন নামক এক ধরনের উপাদান থাকে, যা পেটের পেশীর কর্মক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে অ্যাবডোমিনাল পেন কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৭. ত্বক সুন্দর হয়ে ওঠে: শুষ্ক ত্বকের কারণে বেজায় চিন্তায় রয়েছেন? ফিকার নট! পরিমাণ মতো পোস্ত নিয়ে তার সঙ্গে জল মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে ফেলুন। তারপর সেই পেস্টটা ভাল করে মুখে লাগিয়ে কিছু সময় রেখে দিন। সময় হয়ে গেলে ভাল করে মুখটা ধুয়ে নিন। এমনটা নিয়মিত করলে ত্বকের হারিয়ে যাওয়া আদ্রতা তো ফিরবেই, সেই সঙ্গে সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে। আসলে পোস্তের অন্দরে থাকা উপকারি কয়টি অ্যাসিড এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮. ইনসমনিয়ার প্রকোপ কমে: আপনিও কি এমন সমস্যার শিকার? তাহলে প্রতিদিন পোস্ত দিয়ে বানানো চা পান করা শুরু করা উচিত। কারণ একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে এই পানীয়টি নার্ভকে শান্ত করার মধ্যে দিয়ে অনিদ্রার সমস্যাকে দূর করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে পোস্তের অন্দরে থাকা নানাবিধ উপকারি উপাদান কর্টিজল হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে স্ট্রেস বা মানসিক অবসাদকে কমিয়ে আনতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯. গলার ব্যথা কমে: ঠান্ডা গরমের কারণে বেজায় গলায় ব্যথা? কোনও চিন্তা করবেন না। ঝটপট এক চামচ নারকেলর দুধের সঙ্গে এক চামচ পোস্ত এবং মধু মিশিয়ে নিন। ভাল করে সবকটি উপাদান মিশে গেলে মিশ্রনটি খেয়ে ফেলুন। কয়েকদিন এমনভাবে এই পানীয়টি খেলেই দেখবেন কষ্ট কমে গেছে। আসলে পোস্তের মধ্যে নসেপাইন এবং কোডেইন নামক দুটি উপাদান রয়েছে, যা গলার ব্যথা এবং সর্দি-কাশি কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১০. শরীরের তাপমাত্রাকে স্বাভাবিক রাখে: পোস্ত দিয়ে যেমন নানা রকমের মুখরোচক পদ বানানো যায়, তেমনি এই প্রকৃতিক উপাদানটি কাজে লাগিয়ে কলকাতার গরমেও হার মাননো সম্ভব! কিভাবে এমনটা সম্ভব তাই ভাবছেন তো? আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একটি পানীয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পানীয়টি বানাতে প্রয়োজন পরে পোস্ত, বাদাম, গোলমরিচ এবং ঠান্ডা দুধের। এই উপাদানগুলি এক সঙ্গে মিশিয়ে যে মিশ্রনটি তৈরি হয়, সেটি গরমের সময় খেলে নাকি তাপ প্রবাহের কোনও খারাপ প্রভাবই পরে না শরীরে। সেই সঙ্গে সান স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমে।

শীতে রোজ এই ৫ সবজির জুস খেতে পারলে শরীর ভাল থাকবে

ডিসেম্বর পড়তেই জাঁকিয়ো ঠাণ্ডা পড়েছে। যদিও কলকাতায় শীতের তেমন আমেজ উপভোগ করা যাচ্ছে না। ঠাণ্ডার মজা নিতে অধিকাংশ মানুষই এখন পাহাড়মুখী। এমনকী শহরতলিতেও বিশেষ ঠাণ্ডার প্রকোপ নেই। তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে খানিক বেড়েছে ঠাণ্ডা। গরম থেকে যাঁরা হঠাতকরে শীতের জায়গায় যাচ্ছেন তাঁদের একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

মূলত পেটের সমস্যা। খাবার কিছুতেই হজম হতে চায় না। সেই সঙ্গে সর্দি, কাশি, বুকে কফ জমা এসব তো লেগেই থাকে। যে কোনও সংক্রমণজনিত ব্যাধি বাড়ে এই শীতেই। আর তাই শীতে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয় সকলকেই। যাঁরা ঠাণ্ডার জায়গায় থাকেন তাঁরা যদি এই জুস খেতে পারেন তাহলে যেমন উপকার পাবেন তেমনই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে এই সবজির জুস শরীরের জন্য খুব ভাল।

শীতকালে বাজারে প্রচুর পরিমাণ সবজি পাওয়া যায়। টাটকা সেই সব সবজি দেখলেই ব্যাগ ভরিয়ে নেওয়ার লোভ হয়। হলুদ, বিট, গাজর, আমলা এই সব শীতের দিনে যেমন উপকারী তেমনই খেতেও ভাল লাগে। আর এই সব সবজি রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

হলুদ, গাজর, বিটরুট, আমলা ছোট টুকরো করে কেটে নিতে হবে। এবার তা ব্লেন্ডারে দিয়ে ভাল করে পিষে নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না খুব ভাল করে পিষে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এবার ছাঁকনি দিয়ে তা ছেঁকে নিতে হবে। সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে তারপর খান।

নিয়মিত ভাবে এই রস খেতে পারলে পেট ঠিক থাকে, অন্ত্রের কোনও সমস্যা আসে না পাশাপাশি ত্বকের উজ্জ্বলতাও বজায় থাকে। শীতে অনেকেই ফলের রস খান। এই সময় তাজা কমলালেবু পাওয়া যায়। ফলে টাটকা অরেঞ্জ জুসের মজাই আলাদা। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফলের রস না খেয়ে সবজির রস বানিয়ে খেতে। ফলের মধ্যে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ বেশি থাকে। যার থেকে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। এমনকী প্যাকেটজাত জুসও একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়।

হলুদ, আদা, গাজর এই সব সবজির মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটারি বৈশিষ্ট্য যেমন আছে তেমনই অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর। সেই সঙ্গে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, কে, পটাশিয়াম এই সব পুষ্টি উপাদান তো থাকেই।

ওজন কমানোর সাথে ফুচকা খাচ্ছেন?

ফুচকা খেতে আমরা সকলেই ভালোবাসি। চোখের সামনে তেঁতুলজলে ভরা ফুচকা দেখলে কেউই আর লোভ সামলাতে পারে না। কিন্তু পছন্দ করলেও অনেকেই বিভিন্ন কারণে ফুচকা খেতে পারেন না। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংশয় হল ওজন কমানোর বিষয়। বহু মানুষ মনে করেন, ওজন কমানোর সময়ে ফুচকা খাওয়া যায় না। সত্যিই কি তাই? ওজন কামনোর সময়ে ফুচকা খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো নাকি খারাপ? কিংবা যদি খাওয়া যায়, তাহলে কীভাবে খেলে শরীরের ক্ষতি হবে না? জেনে নিন- বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ওজন কমানোর সময়ে ফুচকা খেলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। যদি ফুচকা খেতেইচ্ছে হয়, তাহলে খাওয়া যেতেই পারে। তবে, ওজন কমানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকলে, কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। যেমন, ফুচকার সঙ্গে আমরা যে মিষ্টি চাটনি খাই, সেটি খাওয়া চলবে না। আলুও খাওয়া চলবে না। আলুর পরিবর্তে জলের, ছানা কিংবা মুগের পুর দেওয়া ফুচকা খেতে পারেন। আবার সুজি দিয়ে তৈরি ফুচকাও এড়িয়ে চললে ভালো হয়। পরিবর্তে ময়দা দিয়ে তৈরি ফুচকা খাওয়া যেতে পারে। সন্ধেবেলায় তেঁতুলজল দেওয়া ফুচকা না খেলেই ভালো হয়।

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেসের শাখা সংগঠনের পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বলুচিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বলপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানাল বলুচ জাতীয় আন্দোলনের মানবাধিকার বিভাগ

কোয়েটা, ১৯ মে: বলুচ জাতীয় আন্দোলনের (বিএনএম) মানবাধিকার বিভাগ 'পাঙ্ক' এক বিবৃতিতে বলেছে, বলুচিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বলপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাগুলো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

বিভাগ জানিয়েছে, চলতি মে মাসেই পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী আরও সাত বলুচ নাগরিককে বেআইনিভাবে আটক করে নিখোঁজ করেছে।

গত রোববার মাসতুং জেলার কিলি শেখান এলাকার বাসিন্দা ওয়াকাস বলুচ, যিনি ওয়াজির খানের পুত্র, তাকে তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। ১৮ মে, গওয়াদার জেলার পাশনি তহসিলের জিমুরি এলাকার বাসিন্দা নাভিদ বলুচ, ইজ্জত বলুচের ছেলে, এবং কিলি শাদি খান, মাসতুং-এর বাসিন্দা অ্যাডভোকেট চিফ আত্তাউল্লাহ বলুচ, সালেহ মুহাম্মদ শাদের পুত্র, এই দুইজনকেও পাকিস্তানি বাহিনী তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়।

১৬ মে, আওয়ারান জেলার মাশকাই তহসিলের লাকি এলাকার বাসিন্দা শাহনওয়াজ বলুচ এবং তার পিতা বারপি-কে সামরিক ক্যাম্প 'নালি'-তে ডাকা হয়। পিতাকে ছেড়ে দিলেও শাহনওয়াজকে আটক রেখে নিখোঁজ করে দেওয়া হয়।

১৭ মে, কলাতের শাইখারি এলাকা থেকে নাসিরাবাদের বাসিন্দা আমিনুল্লাহ বলুচকে তুলে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। একই দিনে, মাত্র ১৩ বছর বয়সী ফিয়াজ আলিকেও নিখোঁজ করা হয়েছে, যিনি একই এলাকার বাসিন্দা।

এর আগে, শনিবার, নাসিরাবাদের বাসিন্দা জমির মালিক নিয়াজ আলিকেও কলাত জেলার শাইখারি এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।পাঙ্ক জানিয়েছে, এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে আরও পাঁচজন বলুচ নাগরিককে একইভাবে নিখোঁজ করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলো বলুচিস্তানে চলমান ভয়, দমননীতি ও দায়মুক্তির সংস্কৃতির ইঙ্গিত দেয়।

"বেআইনিভাবে লোকজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কোনও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বা আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে না। পরিবারগুলো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, তাদের প্রিয়জনদের কোনো খোঁজ নেই," বিবৃতিতে বলা হয়।মানবাধিকার সংস্থাটি বলেছে, এই বলপূর্বক নিখোঁজের ঘটনাগুলোকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। পাঙ্ক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, বিশেষ করে জাতিসংঘের 'ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স'-এর প্রতি, যেন তারা পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সকল নিখোঁজ ব্যক্তিকে মুক্তি দেয় এবং বলুচিস্তানে চলমান দমননীতি অবিলম্বে বন্ধ করে।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, বলুচিস্তানে বলপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাগুলো একটি বৃহত্তর, সুসংগঠিত এবং নিরবিচারে চলমান রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান

পাটনা, ১৯ মে: কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান বলেছেন, দেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, বিহারে এই খাতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা 'উন্নত ভারত' গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

চিরাগ পাসওয়ান রবিবার পাটনার জ্ঞান ভবনে আয়োজিত এক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন। তিনি জানান, তরুণদের জন্য এই খাতে নানা সুযোগ রয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, 'এই খাতে যুক্ত হয়ে তরুণরা কেবল চাকরি খোঁজার পরিবর্তে উদ্যোক্তা হতে পারেন এবং অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারেন। এর মাধ্যমে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'আত্মনির্ভর ভারত' স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে পারেন।"

চিরাগ পাসওয়ান আরও জানান, সরকার এই খাতের বিকাশে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং রাজ্যগুলিতে এর প্রসার ঘটাতে চায়। বিশেষ করে বিহারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বাড়ানো এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

এই সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে উদ্যোক্তা, কৃষক, এবং শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

উচ্চ আদালতের সব বিচারপতি পাবেন সম্পূর্ণ পেনশন ও অবসরকালীন সুবিধা: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: একটি ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, উচ্চ আদালতের সকল বিচারপতিঅপার বিচারপতি সহসম্পূর্ণ পেনশন এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখেন।

সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, উচ্চ আদালতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিদের প্রতি বছর ১৫ লক্ষ টাকা পেনশন হিসেবে প্রদান করা হবে। এই সুবিধা না দেওয়া হলে, তা সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'সমতার অধিকার'-এর লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি. আর. গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ'র বেঞ্চ এই রায় দেন। আদালত স্পষ্ট করেছে যে, বিচারপতিদের নিয়োগ যেকোনো সময়ে হয়ে থাকুক, এবং তারা অপার (অস্থায়ী) বিচারপতি হিসেবেই অবসর গ্রহণ করে থাকুন অথবা পরে স্থায়ী নিয়োগ পেয়ে থাকুনসকলেই পেনশন পাবেন। আদালত আরও বলেছে, বিচারপতির পদমর্যাদা বা নিয়োগের সময়ের ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য করা হলে তা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হবে।

শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, উচ্চ আদালতের যেসব অপার বিচারপতি প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারগুলিও স্থায়ী বিচারপতিদের পরিবারের মতো একই ধরনের পেনশন ও অবসরকালীন সুবিধা পাবে।

অপারেশন সিন্দুর নিয়ে পাকিস্তানপন্থী মন্তব্য: আসামে তিনজন গ্রেপ্তার, মোট আটক ৭১

গুয়াহাটি, ১৯ মে : ভারতের ''অপারেশন সিন্দুর'' নিয়ে পাকিস্তানপন্থী এবং দেশবিরোধী মন্তব্য করার অভিযোগে আসামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশ।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবার এক্স---এ জানান, "তিনজন দেশবিরোধীকে আটক করা হয়েছে।"

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের নাম রুপসান আলি, রশিদ মন্ডল ওরফে আবদুর রশিদ, এবং রাজু শেখ। রুপসান আলিকে কোক্রাঝাড় থেকে, রশিদ মন্ডলকে গোলপাড়া থেকে এবং রাজু শেখকে দক্ষিণ সালমারা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, 'আসাম পুলিশ ডিজিটাল জগতকে কঠোরভাবে নজরদারিতে রেখেছে।'

এই তিনজনকে গ্রেপ্তারের ফলে এখন পর্যন্ত আসামে মোট ৭১ জনকে পাকিস্তানপন্থী অবস্থানের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হলেন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।

ধিং বিধানসভা কেন্দ্রের এই এআইইউডিএফ বিধায়ককে ১ মে গ্রেপ্তার করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে, যখন তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয় ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলা নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন। ওই হামলায় ২৬ জন নিহত হয়েছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও ক্লিপে আমিনুল ইসলামকে বলতে শোনা যায়, "ছয় বছর আগে পুলওয়ামায় আরডিএক্স বিস্ফোরণে ৪২ জন জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। আমি তখনই বলেছিলাম, ওই বিস্ফোরণ কেন্দ্র সরকারের চক্রান্তের ফল, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে জেতার ষড়যন্ত্র ছিল সেটি।"

তিনি বলেন, "পহেলগাঁওর ঘটনায় বিজেপি বলছে জঙ্গিরা ধর্ম জানতে চেয়ে শুধু হিন্দুদের গুলি করেছিল। কিন্তু ভুক্তভোগীরা বলছেন, কাউকে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই গুলি চালানো হয়েছিল। আমি সন্দেহ করি, পুলওয়ামা হামলায় যে নেটওয়ার্ক ছিল, তারাই এই হামলার পেছনে আছে।"

তিনি আরও বলেন, ''যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার নিরপেক্ষ তদন্ত না করে এবং হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের চেষ্টা করে, তবে আমি এটাকে ষড়যন্ত্র বলেই ধরে নেব।"

তবে এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমল তাঁর দলের বিধায়কের মন্তব্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেন, "এআইইউডিএফ সরকারের পাশে আছে।

সন্ত্রাসীদের কোনো ধর্ম নেই, যারা সন্ত্রাস ছড়ায় তারা ইসলামবিরোধী।"

রোমানিয়ায় মধ্যপন্থী নিকুসোর দান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কট্টর প্রতিদ্বন্দ্বী জর্জ সিমিয়নকে পরাজিত করলেন

ব্রাসেলস, ১৯ মে: ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে মতদানকারী প্রার্থীরা রোমানিয়া, পোল্যান্ড এবং পর্তুগালে সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছেন।

রোমানিয়ায় ইউরোপপন্থী প্রার্থী নিকুসোর দান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় কট্টর দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা জর্জ সিমিয়নকে পরাজিত করে নির্ণায়ক জয় লাভ করেছেন।

৯৯ শতাংশ ভোট গণনার পর দান পেয়েছেন প্রায় ৫৪ শতাংশ ভোট, যেখানে সিমিয়ন পেয়েছেন ৪৬ শতাংশ। নির্বাচনের প্রথম দফায় সিমিয়ন এগিয়ে ছিলেন। দানের এই জয় রোমানিয়ায় জাতীয়তাবাদী বক্তৃতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নবিরোধী মনোভাবের প্রতি জনগণের প্রত্যাখ্যান হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পোল্যান্ডে, ওয়ারশ শহরের মেয়র উদারপন্থী রাফায়েল তর্জাস্কোভস্কি এবং রক্ষণশীল ইতিহাসবিদ কারোল নাওরকি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এসেছেন।

এক্সিট পোল অনুযায়ী, তর্জাস্কোভস্কি পেয়েছেন ৩১ শতাংশ ভোট, এবং নাওরকি পেয়েছেন ২৯ শতাংশের বেশি। তর্জাস্কোভস্কিকে ইউরোপীয় ঘনিষ্ঠ অবস্থান এবং সামাজিক নীতির সমর্থক হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে, রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন নাওরকি জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেন এবং তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউক্রেনপন্থী মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন।

নির্বাচনের ফল অনুযায়ী, আগামী ১ জুন দ্বিতীয় দফার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে।

পর্তুগালে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লুইস মন্তেনেগ্রোর নেতৃত্বাধীন মধ্য-ডানপন্থী ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স সাধারণ নির্বাচনে জয় পেলেও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

২৩০ আসনের জাতীয় সংসদে ৯৯ শতাংশ ভোট গণনার পর অ্যালায়েন্স পেয়েছে ৮৯টি আসন। সরকার গঠনের জন্য ১১৬টি আসনের প্রয়োজন। এই নির্বাচন পর্তুগালের রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে গত তিন বছরে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হল। মন্তেনেগ্রোর সরকার বছরের শুরুতে একটি অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে পতিত হয়েছিল।

বিশ্বের খাদ্য ঝুড়ি হওয়ার পথে ভারত: কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ১৯ মে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ঘোষণা করেছেন যে, সারা দেশে 'উন্নত কৃষি সংকল্প অভিযান' শুরু করা হবে, যার লক্ষ্য কৃষকদের উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও বীজ সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান করা। এই অভিযান ২৯ মে থেকে শুরু হয়ে চলবে ১২ জুন পর্যন্ত।

আজ দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, এই অভিযান দেশের ৭২৩টি জেলায় একযোগে পরিচালিত হবে এবং প্রায় দেড় কোটি কৃষক এই কর্মসূচির দ্বারা উপকৃত হবেন। কৃষি বিজ্ঞানীদের একটি দল প্রায় ৬৫ হাজার গ্রামে পৌঁছে কৃষকদের বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি চর্চার ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করবে। জেলা স্তরে প্রতিটি দল প্রতিদিন তিনটি করে সভা করবে।

মন্ত্রী চৌহান বলেন, 'কৃষি ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড, এবং দেশের প্রায় অর্ধেক জনগণ কৃষির উপর নির্ভরশীল।

কৃষি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি।'

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত' গঠনের জন্য একটি ব্যাপক ও রূপান্তরমূলক অভিযান চালানো হচ্ছে, যার অঙ্গ হিসেবে বিকশিত কৃষি, উন্নত চাষাবাদ ও সমৃদ্ধ কৃষকের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।

চৌহান বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল প্রায় ১৫৫৭ লক্ষ টন, যা ২০২৪-২৫ সালে বেড়ে হয়েছে ১৬৬৪ লক্ষ টন। তিনি জানান, দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে ধারাবাহিক বৃদ্ধি হচ্ছে, যা দেশের কৃষি শক্তি এবং খাদ্য নিরাপত্তার প্রমাণ।

মন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের লক্ষ্য ভবিষ্যতে 'বিশ্বের খাদ্য ঝুড়ি' হয়ে উঠা, এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কৃষিতে আধুনিকীকরণ, গবেষণা ও কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

আসাম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর দ্বন্দ্ব চরমে, আইএসআই-যোগের অভিযোগে তীব্র প্রতিক্রিয়া গগৈর

গুয়াহাটি, ১৯ মে: আসাম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর মধ্যে চলমান রাজনৈতিক সংঘাত রবিবার নতুন মাত্রা পেল। মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি অভিযোগ করেন, গগৈ পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে 'প্রশিক্ষণ' নিয়েছেন। এর জবাবে গগৈ এই অভিযোগকে "ভিত্তিহীন, হাস্যকর ও অসার" বলে উল্লেখ করে শর্মাকে "৫০০ টাকার বিজেপি ট্রোল"-এর সঙ্গে তুলনা করেন।

রবিবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেন,"তিনি (গগৈ) পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন, যেখানে আইএসআই রয়েছে। এটা ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সমতুল্য। এটাই প্রথমবার বলছি ওখানে প্রশিক্ষণ নিতেই গিয়েছিলেন তিনি। না হলে আইএসআই কেন ডাকবে?"

তিনি আরও বলেন,"সরকারি অনুমতি না নিয়ে যদি কেউ পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আমন্ত্রণে যান, সেটা স্পষ্টতই গুপ্তচরবৃত্তি। তারপর দেশে ফিরে রাফাল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, পার্লামেন্টে নিরাপত্তা স্তর ও পারমাণবিক অস্ত্রের অবস্থান নিয়ে জানতে চান। এসব প্রশ্ন তাঁকে কে লিখে দিয়েছে?"

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেন গগৈ ও তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথের বিরুদ্ধে আইএসআই-যোগের অভিযোগ তদন্তের জন্য। শর্মা জানিয়েছেন, এসআইটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে ১০ সেপ্টেম্বর।

এই বিস্ফোরক অভিযোগের পাল্টা জবাবে গৌরব গগৈ বলেন,"আমি রাজনীতিতে পা রাখার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে চলেছেন। আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী। আপনার সঙ্গে একটা ৫০০ টাকার বিজেপি ট্রোলের পার্থক্য থাকা উচিত।"

তিনি প্রশ্ন তোলেন,"যখনই প্রমাণ চাই, বলা হয় সেপ্টেম্বরে পাব। আজ পর্যন্ত একটাও প্রমাণ দেখাতে পারেননি। সেপ্টেম্বরের রিপোর্ট দিন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে এত কিছু বলছেন, তার কিছু তো দেখান। আমরা নিজেরাও জানতে চাই।"

এই রাজনৈতিক বিবাদ আসামের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন উত্তাপ ছড়িয়েছে। কংগ্রেস পক্ষ অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে নাকচ করে দিয়েছে এবং বিজেপি নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'দেশবিরোধী যোগসূত্র'-এর অভিযোগ জোরালো করছে। সেপ্টেম্বরে ছজ্জ্ব রিপোর্ট প্রকাশ হলে বিষয়টি নতুন মোড় নিতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

এই সপ্তাহে ওয়াশিংটনে শুল্ক ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া-আমেরিকা দ্বিতীয় দফার আলোচনা

ওয়াশিংটন, ১৯ মে দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকার মধ্যে শুল্ক সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা নিয়ে দ্বিতীয় দফার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এই সপ্তাহে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উভয় দেশ আগামী জুলাইয়ের শুরুতে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজ করছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য, শিল্প ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মতে, দেশটির একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আগামীকাল ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারে।

আলোচনায় ছয়টি প্রধান বিষয়ে আলোকপাত করা হতে পারে, যার মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি, অ-শুল্ক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অন্যতম।

উল্লেখযোগ্য যে, গত মাসে আমেরিকা তার পণ্যে শুল্ক আরোপকারী সমস্ত অংশীদার দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, যদিও পরবর্তীতে এটি স্থগিত রাখা হয় এবং তারপর থেকেই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়।

এই আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশই পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে চায়।

জামা মসজিদ ও হরিহর মন্দির বিরোধে আজ ইলাহাবাদ হাই কোর্টের রায়

ইলাহাবাদ, ১৯ মে : ইলাহাবাদ হাই কোর্ট আজ উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলার জামা মসজিদ ও হরিহর মন্দিরের মধ্যে চলমান বিতর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিতে চলেছে। এই মামলায় জামা মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটি হাই কোর্টে একটি পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করেছিল।

বিচারপতি রোহিত রঞ্জন অগ্রবালের একক বেঞ্চ আজ বিকেলের দিকে এই মামলার রায় ঘোষণা করবেন। জামা মসজিদ পরিচালনা কমিটি ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর সম্ভলের সিভিল আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন করেছিল। ওই রায়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-কে অ্যাডভোকেট কমিশনারের সঙ্গে মসজিদ প্রাঙ্গণের সার্ভে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

সার্ভের দ্বিতীয় পর্বে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সহিংসতার ঘটনা ঘটে, যেখানে চারজনের মৃত্যু হয়। ১৩ মে হাই কোর্টে মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পর রায় সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

সিভিল আদালতে দায়ের হওয়া মামলায় দাবি করা হয়েছে যে, সম্ভলের বর্তমান জামা মসজিদ একটি প্রাচীন হরিহর মন্দিরের স্থানে নির্মিত হয়েছে। মামলায় বিরোধী পক্ষ মন্দিরে পূজার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে।

বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরী আজ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করবেন

নয়াদিল্লি, ১৯ মে আজ ভারতের সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে বৈদেশিক বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বৈঠকে বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরী পাকিস্তান-সংক্রান্ত বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কমিটিকে বিস্তারিত তথ্য দেবেন। কমিটির সভাপতিত্ব করবেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। বৈঠকটি আজ সন্ধ্যা ৪টা থেকে শুরু হবে।এই বৈঠকে মিসরী 'অপারেশন সিন্ধুর' এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘাত ও যুদ্ধবিরতির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করবেন। জানা গেছে, এটি প্রথমবার যখন কোনো শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা সংসদীয় কমিটিকে সীমান্তপারের পালঘাম সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের প্রতিরক্ষা পদক্ষেপের বিষয়ে সরাসরি অবহিত করবেন।

'অপারেশন সিন্ধুর' ভারতের সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা চালানো একটি সীমান্তপার অভিযান, যার মাধ্যমে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করা হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বহুদিন ধরে উত্তেজনা চলতে থাকে। তবে, ১০ই মে উভয় পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়।বিদেশ সচিব মিসরীর কাছ থেকে ইসলামাবাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা, সীমান্তপারের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার উপর এর প্রভাব নিয়ে তথ্য তুলে ধরার আশা করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, এর আগেও বিক্রম মিসরী সংসদীয় সদস্যদের প্রতিবেশী দেশ যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এবং কানাডার মতো দেশের সঙ্গে সাম্প্রতিক কূটনৈতিক অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করেছেন। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সংবেদনশীলতা, সামরিক প্রস্তুতি এবং কূটনৈতিক সচেতনতার কৌশলগত গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে আজকের এই ব্রিফিং অত্যন্ত

সোমবার আগরতলায় সিপিএম সদর কার্যালয়ে হে চি মিনের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভারতে পাকিস্তানি গুপ্তচর সন্দেহে ৮ জন গ্রেফতার: ভ্লগার, ছাত্র, ব্যবসায়ী ও নিরাপত্তারক্ষী অন্তর্ভুক্ত

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি গোটা দেশে নজরদারি জোরদার করেছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তিনটি রাজ্য থেকে অন্তত আটজনকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে চারজন হরিয়ানা থেকে, তিনজন পাঞ্জাব থেকে এবং একজন উত্তরপ্রদেশ থেকে।

ভ্লগার থেকে শুরু করে ছাত্র ও ব্যবসায়ী অভিযুক্তদের পরিচয়:

১. জ্যোতি মালহোত্রা:
হরিয়ানার হিসার জেলার বাসিন্দা জ্যোতি মালহোত্রা একজন জনপ্রিয় ইউটিউব ভ্লগার, যিনি 'ট্র্যাভেল উইথ জো ' নামে একটি চ্যানেল পরিচালনা করতেন। পুলিশের দাবি, তিনি পাকিস্তান হাই কমিশনের এক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন এবং অন্তত দু''বার পাকিস্তান সফর করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে।

২. দেবেন্দ্র সিং ধিলোঁ:
২৫ বছর বয়সী দেবেন্দ্র সিং, পাটিয়ালার খালসা কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াশোনা করতেন। গত ১২ মে হরিয়ানার কৈথাল থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ফেসবুকে অস্ত্রের ছবি আপলোড করার সূত্র ধরে তদন্তে উঠে আসে তিনি গত নভেম্বরে পাকিস্তান গিয়েছিলেন এবং সেখানকার আইএসআই কর্মকর্তাদের কাছে সেনা ছাউনি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

৩. নওমান ইলাহী:
২৪ বছর বয়সী নওমান হরিয়ানার পানিপথে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করতেন। পুলিশের মতে, তিনি পাকিস্তানের আইএসআই হ্যান্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন এবং তার আত্মীয়ের অ্যাকাউন্টে টাকা পেয়ে ভারতীয় তথ্য পাঠাতেন।

৪. আরমান:
২৩ বছর বয়সী আরমানকে ১৬ মে হরিয়ানার নুহ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, তিনি পাকিস্তানে সেনা সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য পাচার করছিলেন।

৫. শাহজাদ:
উত্তরপ্রদেশের রামপুরের ব্যবসায়ী শাহজাদকে গ্রেফতার করা হয়েছে মোরাদাবাদে। তিনি পাকিস্তানে একাধিকবার সফর করেছেন এবং বিভিন্ন সামগ্রী যেমন প্রসাধনী, পোশাক ও মশলা পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ।

৬. মোহাম্মদ মুর্তজা আলি:
পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে গুজরাট পুলিশের একটি দল মোহাম্মদ মুর্তজা আলিকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে নিজে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করে পাকিস্তানের আইএসআইকে তথ্য সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে। তার কাছ থেকে চারটি মোবাইল ও তিনটি সিমকার্ড জব্দ করা হয়েছে।

৭ . গাজালা ও ইয়ামিন মোহাম্মদ:
এই দুই ব্যক্তিকেও পাঞ্জাব থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছে।

এই আটজনের গ্রেফতার দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুতর হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে। পহেলগাঁও হামলার পর ভারতের পক্ষ থেকে 'অপারেশন সিন্দুর' চালানো হয়, যার মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলিতে আঘাত হানা হয়। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান থেকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হলেও ভারতীয় বাহিনী তা প্রতিহত করে। ১০ মে উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গত অর্থবছরে খোয়াই জেলার ৬টি ব্লকের মোট ৩৪০০টি প্রাণীপালক পরিবারকে মোরগ পালনের আওতায় আনা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ মে: জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্য্যালয়ের উদ্যোগে গত অর্থ বছরে খোয়াই জেলার অন্তর্গত ৬টি ব্লক এলাকার মোট ৩৪০০টি প্রাণীপালক পরিবারকে মোরগ পালনের আওতায় আনা হয়েছে। এতে তেলিয়ামুড়া ব্লকে ৫৬৭টি পরিবার, কল্যাণপুর ব্লকে ৫৬৭টি পরিবার, মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে ৫৬৬টি পরিবার, খোয়াই ব্লকে ৫৬৭টি পরিবার, পদ্মাবিল ব্লকে ৫৬৭টি পরিবার ও তুলাশিখর ব্লকে ৫৬৬টি পরিবার রয়েছেন।

প্রত্যেকটি পরিবারকে ১০টি করে মোরগের ছানা সহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করা হয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনায়। প্রতি ১ ইউনিটের জন্য ১৩০০ টাকা করে ব্যয় হয়েছে বলে জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্য্যালয়ের উপঅধিকর্তা ড. প্রাণকুমার দাস জানিয়েছেন।

আইপিএল ২০২৫: প্লে-অফের লড়াইয়ে আজ এলএসজি বনাম এসআরএইচ, ইকানা স্টেডিয়ামে মরিয়া লখনউ; লাইভ আপডেট ও সম্ভাব্য একাদশ

লখনউ, ১৯ মে: আজ ইকানা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে লখনউ সুপার জায়ান্টস (এলএসজি) এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (এসআরএইচ)। চলতি আইপিএল মরসুমে প্লে-অফে যাওয়ার শেষ সুযোগ ধরে রাখতে মরিয়া লখনউ, অপরদিকে ইতিমধ্যেই ছিটকে যাওয়া হায়দরাবাদ নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে নামবে।

রবিবার পাঞ্জাব কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও গুজরাট টাইটান্স ইতিমধ্যেই প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে। ফলে একটি মাত্র সম্ভ্রদ্রষ্ঠ জায়গার জন্য এখন দৌঁড়ে রয়েছে লখনউ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং দিল্লি ক্যাপিটালস। এই অবস্থায় এলএসজিকে তাদের বাকি তিনটি ম্যাচই জিততেই হবে প্লে-অফের আশা বাঁচিয়ে রাখতে।

তবে তাদের নেট রান রেট যথেষ্ট খারাপ হওয়ায়, সব ম্যাচ জিতলেও ভাগ্য নির্ভর করবে অন্য দলের ফলাফলের ওপর।

মরসুমের শুরুতে মিচেল মার্শ এবং নিকোলাস পুরান ভাল খেললেও এখন তাঁদের ফর্ম পড়তির দিকে। সবচেয়ে হতাশ করেছেন অধিনায়ক ঋষভ পন্ত এখনো পর্য্যন্ত ১১ ম্যাচে করেছেন মাত্র ১২৬ রান।

হায়দরাবাদের কাছে হারানোর কিছু নেই, তবে সাবধান হতে হবে

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ইতিমধ্যেই প্লে-অফের বাইরে চলে গেছে, কিন্তু সেই কারণেই তারা আজ ভয়ানক হতে পারে। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বে দলটি মরসুম শেষ করতে চাইবে জয়ে। তবে লখনউর জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর, এসআরএইচ-এর বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান ট্র্যাভিস হেড কোভিড পজিটিভ হওয়ায় হয়তো খেলবেন না আজকের ম্যাচে।

আজকের ম্যাচের ভেন্যু হলো লখনউ-এর ইকানা স্টেডিয়াম, খেলা হবে এলএসজি বনাম এসআরএইচ-এর। সন্ধ্যা ৭:৩০টা থেকে শুরু হবে।

অপারেশন সিন্ধুর পর পাকিস্তানের পাল্টা হামলার টার্গেটে ছিল অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, দাবি ভারতীয় সেনার

অমৃতসর, ১৯ মে : অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির লক্ষ্য করে পাকিস্তান ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল বলে জানিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল কার্তিক সি শেশাদ্রি। ৭ মে রাত থেকে ৮ মে ভোররাতের মধ্যে পাকিস্তান এই হামলার পরিকল্পনা করে বলে জানানো হয়েছে। তবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির ফলে একটিও হামলা লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি।

মেজর জেনারেল শেশাদ্রি বলেন, "পাকিস্তানের কাছে কোনও বৈধ সামরিক টার্গেট ছিল না। আমরা আগে থেকেই অনুমান করেছিলাম যে তারা ধর্মীয় স্থানসহ বেসামরিক এলাকায় হামলার চেষ্টা করতে পারে। স্বর্ণমন্দির ছিল তাদের প্রধান টার্গেট।"

তিনি আরও জানান, "আমরা অগ্রিম ব্যবস্থা হিসেবে আধুনিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছিলাম, যাতে স্বর্ণমন্দিরের চারপাশে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা ছাতা তৈরি করা যায়।"

৮ মে ভোররাতে পাকিস্তান ড্রোন ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ব্যাপক আকাশপথে আক্রমণের চেষ্টা চালায়। তবে ভারতীয় সেনার প্রতিরক্ষা বাহিনী সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। "আমাদের সাহসী ও সজাগ এয়ার ডিফেন্স গানাররা সবকটি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করে দেয়। স্বর্ণমন্দিরের গায়েও আঁচর পড়েনি," বলেন শেশাদ্রি।

সেনাবাহিনী পরে আকাশ মিসাইল সিস্টেম এবং এল-৭০ এয়ার ডিফেন্স গান ব্যবহার করে কিভাবে পাকিস্তানি হামলা ব্যর্থ করা হয়েছে, তা প্রদর্শন করে। এর ফলে শুধু স্বর্ণমন্দির নয়, পাঞ্জাবের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন লুধিয়ানা, জলন্ধর, পাঠানকোট ও চণ্ডীগড়ও সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

২২ এপ্রিল পহেলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হওয়ার পর ভারত ৯টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটির বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিন্দুর' চালায়। এরই প্রতিশোধে পাকিস্তান এই হামলার চেষ্টা করেছিল বলে দাবি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের।

এক প্রতিরক্ষা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানি হামলার লক্ষ্য ছিল অমৃতসর, জম্মু, শ্রীনগর, পাঠানকোট, লুধিয়ানা, জলন্ধর, চণ্ডীগড় এবং গুজরাটের ভুজ শহর। এইসব হামলা ভারতীয় সেনার ইন্টিগ্রেটেড কাউন্টার-ইউএএস গ্রিড এবং এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দ্বারা প্রতিহত করা হয়।

তৃণমূলের কড়া আপত্তি, ইউসুফ পাঠানকে বিশ্বজনীন প্রচারে পাঠানো হবে না : 'সরকার কীভাবে আমাদের মুখপাত্র ঠিক করে?'

কলকাতা, ১৯ মে: পাহেলগাম জঙ্গি হামলা এবং 'অপারেশন সিন্দূর'-এর পর পাকিস্তানঘেঁষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে কেন্দ্রের উদ্যোগে তৈরি সাতটি বহুদলীয় প্রতিনিধিদলে ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে অন্তর্ভুক্ত করায় প্রবল আপত্তি জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। দল সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ইউসুফ পাঠান বা তৃণমূলের কোনো সাংসদই ওই বিদেশ সফরকারী প্রতিনিধিদলের অংশ হবেন না।

সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তৃণমূলের প্রতিনিধি বেছে নিতে পারে? এই বিষয়ে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। বিজেপি আমাদের হয়ে প্রতিনিধি ঠিক করতে পারে না।'

তাঁর আরও সংযোজন, 'তৃণমূল কোনোভাবেই জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়কে রাজনীতিকরণ করছে না। বরং, আমরাই একমাত্র দল যারা এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির ঊর্ধে রেখেছে।'

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববারই কেন্দ্রকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো সাংসদই এই বহুদলীয় আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলে অংশ নেবেন না।

একজন সিনিয়র তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি জাতি সবার উর্ধে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আমাদের গর্ব। বিদেশনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে পড়ে ওটা ওদেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, সেই দায়িত্বও কেন্দ্রই নিক।'

তৃণমূলের দাবি, তারা কেন্দ্রকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে

নেতা হো চি মিনের ১৩৬ তম জন্মদিন উদযাপিত

আগরতলা, ১৯ মে : বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেতা হো চি মিনের ১৩৬ তম জন্মদিনে সিপিআইএম রাজ্য দপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। এদিন তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ দলের নেতৃত্বরা।

এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, হো চি মিন ১৮৯০ সালের ১৯ মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভিয়েতনামে। তার আসল নাম ছিল নুগুয়েন সিন কুং। যিনি আঙ্কেল হো নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ভিয়েতনামী বিপ্লবী এবং রাজনীতিবিদ। আদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, তিনি ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টি এবং ১৯৫১ সালে এর উত্তরসূরী ওয়ার্কার্স পার্টি অফ ভিয়েতনাম পরবর্তীতে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন করে গেছেন তিনি। আজ তাঁর ১৩৬ তম জন্মবার্ষিকী। আজকের দিনটি সিপিআইএম যথাযথ মর্যাদায় পালন করে। আজ সিপিআই(এম) সদর দপ্তরে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন দলের নেতৃত্বরা।

রাশিয়া নিয়ে ক্রমশ ধৈর্য্য হারাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, জানালেন ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার স্টাব

তাল্লিন, ১৯ মে: রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও রাশিয়া যদি অনমনীয় মনোভাব বজায় রাখে, তবে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে এমনই সতর্কবার্তা দিলেন ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি আলেক্সান্ডার স্টাব।

লেনার্ট মেরি সুরক্ষা সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্টাব জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নিয়ে ক্রমশই অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন। আসছে সোমবার ট্রাম্প-পুতিনের ফোনালাপ নির্ধারিত আছে, যা আগামী নীতিনির্ধারণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন স্টাব।

তিনি বলেন,'জেলেনস্কি ধৈর্য্য ধরেছেন, আর ট্রাম্প ধৈর্য্য হারাচ্ছেন তবে সঠিক দিকেই, রাশিয়ার বিরুদ্ধে।'

ফিনিশ প্রেসিডেন্ট জানান, মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম ও রিচার্ড ব্লুমেনথাল রাশিয়ার আর্থিক ভিত্তিকে লক্ষ্য করে একটি নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ প্রস্তাব করতে চলেছেন।

স্টাব বলেন,"আমি প্রায় প্রতিদিনই গ্রাহামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। তিনি এই প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞাকে বলেছেন 'হাড়ভাঙা'।"

এই নিষেধাজ্ঞা এমন সব বিদেশি সংস্থার উপর লক্ষ্য স্থাপন করতে পারে, যারা রুশ জ্বালানি খাতে লেনদেন করছে। প্রস্তাবিত বিলের খসড়ায় এমনকি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করা দেশগুলির পণ্যের উপর ৫০০ শুল্ক বসানোর কথাও উল্লেখ ছিল যা অতীতে ট্রাম্পের কঠোর বাণিজ্যনীতির প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। স্টাবের মতে, নিষেধাজ্ঞার কেবল হুমকিও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে কার্য্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

'রাশিয়া আর কোনো মহাশক্তি নয়' ট্রাম্পকে বললেন স্টাব

ট্রাম্পের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক আলোচনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে ফিনিশ প্রেসিডেন্ট বলেন,"রাশিয়ার অর্থনীতি ইতালির চেয়ে ছোট, স্পেনের চেয়ে একটু বড়। তারা তিন বছর আগে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছিল। এই বছর তাদের অগ্রগতি এক শতাংশেরও কম। সুদের হার ২০ শতাংশের বেশি, রিজার্ভ প্রায় শেষ।"

তিনি বলেন,"এখন রাশিয়াকে কোনো বড় শক্তি হিসেবে দেখা যায় না।" স্টাবের মতে, আমেরিকাকে বোঝাতে হবে যে মুক্ত বাণিজ্য ও সম্মিলিত প্রতিরক্ষাই সবচেয়ে কার্য্যকর কৌশল। ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা ১৯ শতকের শক্তির ভারসাম্যের মতো। আমাদের বোঝাতে হবে যে ইউরোপ নিরাপত্তার ভোক্তা নয়, প্রদানকারী। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো আলোচনা ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে করা চলবে না। শীর্ষস্তরে কোনো একক পদক্ষেপ নয়, সব ইউরোপীয় প্রচেষ্টা ও নেতৃত্ব অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির মাধ্যমে সমন্বিত হওয়া উচিত।

নির্মান সংস্থার কাজের গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

ও উৎকণ্ঠার বলেও উল্লেখ করেন প্রাক্তন বিধায়ক।

সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, দাবি জিতেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

গর্ত থেকে তাঁদের মৃতদেহ ভেসে ওঠে। আজ সকালে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলতে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু গিয়ে দেখা গিয়েছে তাঁদের মা বাবা জিরানিয়া নিজেদের বাসভবনে চলে গেছেন। পাশাপাশি, এদিন তিনি মৃত দুই শিশুর পরিবার যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেই ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করেন তিনি।

কুরুচিকর মন্তব্য আটক যুবক

● প্রথম পাতার পর

হয় সেই রোহন শর্মা।

ধর্মনগর থানার পুলিশ আধিকারিক সুলেমান রিয়াং জানান, রোহন শর্মার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি রোহন শর্মার মোবাইল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হবে। তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট আসার পর তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানান সুলেমান রিয়াং।

জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা বাড়ছে দুর্ঘটনা

● প্রথম পাতার পর

অন্যান্যরা। সকলে চাইছে দুর্ঘটনা এরাতে অতিসত্বর জাতীয় সড়কের এই জায়গাটি মেরামত করা হোক। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর দাবী মেনে নিতে ও দুর্ঘটনা এরাতে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

শহর ছাড়িয়ে এখন গ্রামীণ এলাকায় বাড়ছে চোরের উপদ্রব

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে লঙ্কামুড়া কর্মকার পাড়া এবং লংকামুড়া স্কুল পাড়ায় দুটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। কর্মকার পাড়ার জীবন শীলের বাড়ি থেকে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং সাত ভরি স্বর্ণালংকার চোরের দল হাতিয়ে নেয়। তাছাড়া, লঙ্কামুড়া স্কুল পাড়ায় সাবিত্রী দেবের বাড়ি থেকে নগদ টাকা সহ স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছে। বড়জলার বিধায়ক সুদীপ দেব নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নেশার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। খরব পেয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

জাতীয় মহিলা কমিশনের হস্তক্ষেপের দাবি লাম্বার

● প্রথম পাতার পর

জনপ্রতিনিধির মুখে এমন ভাষা আশঙ্কাজনক।"তিনি জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে অনুরোধ জানান, এই বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিয়ে দেশের নারীদের ও মহিলা সেনা অফিসারদের মর্যাদা রক্ষা করা হোক।

বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

বহুগুণ বেড়ে যায় এবং শাস্তিও হতে হবে সেই অনুযায়ী।'

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, "পোড়া ও আংশিক পোড়া যে বিপুল অঙ্কের অর্থ উদ্ধার হয়েছে, তা স্পষ্টতই ঘুষ বা দুর্নীতির ফসল যা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ও দুর্নীতির প্রতিরোধ আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু কেন এ পর্যন্ত কোনো এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়নি বা অপরাধ আইনের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি, সে বিষয়ে কোনও সরকারি ব্যাখ্যা নেই।"

উল্লেখ্য, গত মার্চের শেষ সপ্তাহে বিচারপতি অভয় এস. ওকা ও উজ্জ্বল ভূইয়ার বেঞ্চ একই আবেদনকারীর পক্ষ থেকে দায়ের করা আরেকটি মামলার নিষ্পত্তি করেন, যেখানে দিল্লি পুলিশকে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই বেঞ্চ জানিয়েছিল, "ইন-হাউস" তদন্ত চলছে। যদি ওই প্রতিবেদনে কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে, তাহলে এফআইআর দায়ের বা বিষয়টি সংসদের বিবেচনার জন্য পাঠানো যেতে পারে।"

এদিকে, ১৪ মার্চ ঘটনার দিনেই এফআইআর না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে আবেদনে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেরিতে তথ্য প্রকাশ এবং ইলেকট্রনিক প্রমাণ লুকানোর চেষ্টা একটি ধামাচাপা দেওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। ঘটনার জেরে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে একটি তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীতে বিচারপতি বর্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হয়।

গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইন-হাউস তদন্তের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ভারতের প্রধান বিচারপতি ইন-হাউস পদ্ধতির অধীনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে ৩ মে তিন সদস্যের কমিটির প্রতিবেদন এবং বিচারপতি বর্মার ৬ মে জবাবসহ চিঠি পাঠিয়েছেন।"

সন্তানহারা পরিবারে

● প্রথম পাতার পর

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। এই দুঃসময়ে পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করব আমরা।

এই অবস্থায় আজ বিকেলে শোকসন্তপ্ত পরিবারটির খোঁজখবর নিতে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে জিরানিয়ায় ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা। তিনি কথা বলেন সন্তানহারা পিতা কৃষ্ণ দেবনাথ, তার সহধর্মিণী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে। এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে তাদের সকলকে সান্তনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার যে তাদের পাশে রয়েছে - সেই আশ্বাসও দেন তিনি।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, জনৈক ব্যক্তি ব্যক্তিগত কাজের জন্য সেখানে গর্ত খুঁড়েছিল। বৃষ্টির জল ও সাবমার্সিবলের জলে ওই গর্ত ভর্তি হয়েছিল। আর সেখানে খেলতে যায় প্রসেনজিত ও প্রিয়াঙ্কা নামে দুই ভাইবোন। তারা একজন আরেকজনকে বাঁচাতে গিয়ে জলে ডুবে যায়। প্রথমে তাদের পরিবার খবর পায়নি। প্রায়শই সেখানে খেলতে যায় তারা। তাদের বাড়ি জিরানিয়া হলেও নতুন বাড়ি করেছে চানমারিতে। আর সেখানেই এই বেদনাদায়ক ঘটনা। এই মর্মান্তিক খবর জানতে পেরে সকলেই দুঃখ পেয়েছেন। এই মৃত্যু ভাষায় প্রকাশ করার নয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি গতকাল এই ঘটনার খবর পাওয়ার পর জেলাশাসককে খোঁজখবর নিতে বলেছি। মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য আধিকারিকরা সেখানে যান। সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হয় এবং একটা প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়া হয় আমাকে। মৃত শিশুদের বাবা কৃষ্ণ দেবনাথ একজন দিনমজুর। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা করে মোট ৮ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হয় তাদের। এর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দ্বাদশ শ্রেণী পাঠরত বড় মেয়ের জন্য সরকারিভাবে কিছু করা যায় কিনা সেটাও নিশ্চিত করা হবে। এনিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা পর্যটন ও পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

● আটের পাতার পর

রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাত করে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে দুজনের।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার ১-৩১ জুলাই আবেদন করা যাবে

● আটের পাতার পর

তারিখকে সময়সীমা ধরে ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের পুরস্কৃত করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের মেধা ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার নামক এই জাতীয় পুরস্কারটি দেওয়া হয়।

তাই এবছরও ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক সমস্ত মন্ত্রক / দপ্তর (ভারত সরকার, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল)-কে এই পুরস্কারের জন্য নোমিনেশন/ সুপারিশ পাঠাতে বলেছে। অনলাইনে সুপারিশ/নোমিনেশন পাঠানোর সময়সীমা হলো ১ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৫। তাই প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক কৃতী ছেলেমেয়েদের ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, মেয়ে, সমাজের দুর্বল শ্রেণি, তপশিলি জাতি / জনজাতি ও দিব্যাঙ্গ শ্রেণির ছেলেমেয়েদের চিহ্নিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সংস্কারে অভাবে রাস্তা বেহাল দশা, এমডিসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

● আটের পাতার পর

বৃষ্টিতে জল কাদায় একাকার হয়ে যায়, বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ, জরুরী পরিষেবার কাজে নিয়োজিত এম্বুলেন্স, অগ্নিনির্বাপক গাড়ি,বিদ্যুত পরিষেবার গাড়ি বা নিত্যযাত্রী পরিবহনের যান বাহন যাতায়াত করতে পারছে না। গত স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে পূর্ব মুহুরীপুর ভুরাতলী কেন্দ্রের তিপ্রা মথা দলের প্রার্থী দেবজিৎ ত্রিপুরা এডিসি এলাকার জনগণ কে নানা স্বপ্ন দেখিয়ে নির্বাচনের বৈতরনী পার হয়েছিলেন। কিন্তু ভোটে জয়ী হয়ে এলাকার এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা আর খবর নিচ্ছে না বলে এলাকার জনগণের অভিযোগ। এলাকার জনগণ কি সুখে আছে,তাদের কোন সমস্যা আছে কিনা,সমস্যা থাকলে কিভাবে তার সমাধান করবেন সেই বিষয়ে খোঁজ খবর পর্যন্ত নিচ্ছে না। এডিসিতে বসবাসকারী জনগণ তাদের ভুল সিদ্ধান্ত বুঝতে পেরেছেন বলে ও জানান।

শুধু মাত্র রাস্তা খারাপ নয়,এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও অভাব রয়েছে। তাদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে এমডিসির ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন কাঁঠালিয়া বাড়ি এডিসি ভিলেজের জনগণ।

ক্রীড়াঙ্গন

গুয়াহাটিতে রাইজিং কাপ ফাইনালে ত্রিপুরা - আসাম মুখোমুখি আজ

ত্রিপুরা - ১২৫/৬ মনিপুর- ৪৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইনালে স্বাগতিক অসমের বিরুদ্ধে খেলবে ত্রিপুরা। মঙ্গলবার হবে ফাইনাল ম্যাচ। প্রথমবর্ষ উত্তর পূর্ব রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে। সোমবার আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ত্রিপুরা ৭৬ রানে পরাজিত করে মনিপুরকে। গুয়াহাটির এনেক্স মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচ ত্রিপুরার গড়া ১২৫ রানের জবাবে মনিপুর মাত্র ৪৯ রান করতে সক্ষম হয়। বৃষ্টির জন্য আউটফিল্ড ভিজে থাকায় এ দিন নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ২০ শে। দুপুরে মনিপুরের অধিনায়িকা টসে জয়লাভ করে ত্রিপুরাকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ত্রিপুরার দুই ওপেনার অনুষ্কা শীল এবং এঞ্জেল পাল শুরু থেকেই দ্রুত গতিতে রান তোলার দিকে নজর দেয়। শেষ পর্য্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ত্রিপুরা ৬ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান করে। দলের পক্ষে অনুষ্কা শীল ৩৫ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, এঞ্জেল পাল ২০ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩২, দিয়া সরকার ১৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, অনুভা পাল ১৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১২ এবং অঙ্কিতা পাটারি ২৪ বল খেলে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। মনিপুরের পক্ষে লাইজরাম ১৩ রানে এবং সুচিত্রা দেবী ২৩ রানের দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় মনিপুর। স্কোরবোর্ড সচল রাখার থেকে উইকেটে টিকে থাকার উপর বেশী নজর দেয় মনিপুরের ব্যাটসম্যান-রা। শেষ পর্য্যনত মনিপুর ৪৯ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ফারহানা যদি সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে না তুলত তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৩০ রানের গন্ডি পার হতো না। ফারহানা ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। ত্রিপুরার পক্ষে পূর্বা চৌধুরি ৭ রানে ৩ টি এবং অঙ্কিতা পাটারি ৫ রানে ২ টি উইকেট দকল করে। এদিকে, অপর সেমিফাইনালে আসাম ছয় উইকেটের ব্যবধানে সিকিমকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

বিলোনিয়া টি-২০ স্কুল ক্রিকেটে জয়ী রাঙ্গামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ফারুক উদ্দিনের হাত ধরে প্রতিপক্ষের দেওয়া চ্যালেঞ্জের রানকে অতিক্রম করেই অনূর্ধ ১৭ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জয় ছিনিয়ে নিল রাঙ্গামুড়া। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত পূর্ব নির্ধারিত সোমবারের ম্যাচে রাঙামুরা তিন উইকেটে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ বিকেআই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কে। উত্তর বিলোনিয়া মাঠে এদিন উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে জয়ী দল টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় বিকেআই। ইনিংসের দল নির্ধারিত ২০ ওভারে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৪৩ রানের সাহায্যে নয়টি উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান তুলে বিকেআই। মূলত শুভজিৎ সেন (২০) জিৎ দেবনাথ ও (৪০) এই দুই ব্যাটসম্যানের হাত ধরেই ইনিংসে লড়াই করার মতো রান তুলতে সক্ষম হয় বিকেআই। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট পেল ফারুক উদ্দিন, মোঃ সোহেল ও রামকৃষ্ণ দে। জবাবে জয়ের জন্য ১৩৫ রানের টার্গেট নিয়ে রাঙ্গামুড়া ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারের আগেই সাত জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে নেয় জয়ের প্রয়োজনীয় রান। তবে তাদের জয়কে অনেকটা সহজ করে দেয় বিকেআই দলের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২৯ রান। এছাড়াও ব্যাট হাতে নিয়ে এদিন রান পেল নয়ন সাহা (২৭), ফারুক উদ্দিন(৪৮*) ও অর্পণ দে(১৪*)। বিকেআই এর বোলারদের মধ্যে সায়ন বণিক চারটি ও প্রণবা সিনহা দুটি করে উইকেট নেয়।

এগিয়ে থেকেও সাইয়ের কাছে বিজনের হ্যাট্রিকে হারলো কজনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবলে দুর্দান্ত জয় পেল সাই। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত পূর্ব নির্ধারিত ম্যাচে সোমবার দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় সাই ও আমরা কজনা। ম্যাচে আমরা কজনাকে ৬-২ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে সাই। তবে এদিন আমরা কজনা শুরুটা দুর্দান্ত ভাবে করলেও তা ধরে রাখতে পারেনি দল। মাত্র ১৫ মিনিটের ব্যবধানে পরপর দুই গোলে আমরা কজনা এগিয়ে থাকার পর অনেকটা পাল্টা আক্রমণ করে প্রথমার্ধের খেলায় ব্যবধান কমিয়ে আনে সাই ফুটবলাররা। এগিয়ে থেকে আমরা কজনা প্রথমার্ধের খেলা শেষ করলেও দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু কোন প্রতিরোধে গড়ে তুলতে পারেনি। অনেকটা পাল্টা আক্রমণে নেই সাই দলের বিজন বিল গোলের হ্যাটট্রিক করে দলকে জয় এনে দেয়। উভয় দলের লড়াই এদিন শুরু হবার মাত্র ১১ মিনিটের মাথায় লেথা জমাতিয়া প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় আমরা ক''জনাকে।লেথার দেওয়া গোলটি পরিশোধ করার জন্য প্রতি আক্রমণ গড়ে তোলার আগেই আমরা ক'জনার পুষ্প জামাতিয়া ২৬ মিনিটে আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় ২-০ তে। এই অবস্থায় ম্যাচের ৪০ মিনিটে সাই দলের বিজন বিল দলের পক্ষে প্রথম গোল করে ব্যবধান খানিকটা কমিয়ে আনে। যা প্রথমার্ধের খেলা পর্য্যন্ত বহাল থাকে। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে একের পর এক আক্রমণ আনতে শুরু করে সাই দলের ফুটবলাররা। ৬২ মিনিটে আসলাঙ রিয়ান সাইয়ের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করে সমতায় আনে ম্যাচ। এরপর থেকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি সাইকে। ৭২ মিনিটে সজেশ রিয়াং একটি গোল করে এগিয়ে দেয় সাইকে। এরপর ম্যাচের ৭৮, ৮৩ ও ৮৭ মিনিটে বিজন বিল পর পর তিনটি গোল করে একদিকে যেমন নিজের গোলের হ্যাটট্রিক্ট করে নেয়, ঠিক তেমনি দলের জয় নিশ্চিত করে। দুইদলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী।

জে সি লীগ : বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে বড় স্কোরের লক্ষ্যে খেলছে শতদল সংঘ ও ইউ: ফ্রেন্ডস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রসারিত ব্যাট সেন্টু সরকারের হাতে। আবহাওয়া পরিস্থিতি পক্ষে থাকলে বড় স্কোরের লক্ষ্যেই এগুচ্ছে শতদল সংঘ। প্রতিপক্ষ ফুলিঙ্গ ক্লাব। বিরুপ আবহাওয়া থাকলে অবশ্যই খেলার চেহারাটাই পাল্টে যেতে পারে। প্রথম দিনে সাকুল্যে ৪৩ ওভার ব্যাট চালানোর সুযোগ পায় সতদল সংঘের প্রারম্ভিক ব্যাটার্সরা। ওপেনার হর্ষ বর্ধনের উইকেটটি (৫২) হারিয়ে দিনভর যতটুকু খেলা হয়েছে তার মধ্যে শতদল সংঘ ১৪৯ রান সংগ্রহ করেছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে ৪৩ ওভার ব্যাট চালানো সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে আজ, সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৪৩ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে আর ম্যাচ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সেন্টু সরকার ৬২ রানে এবং তেজস্বী জয়সওয়াল ৩৫ রানে উইকেটে রয়েছেন। পরবর্তী সময়ে মাঠের পরিস্থিতি খেলা চালানোর পক্ষে ছিল না। এদিকে এমবিবি স্টেডিয়ামে আয়োজিত লীগের অপর ম্যাচটিও বৃষ্টি বিঘ্নিত অবস্থায় ৫৫ ওভার খেলা হয়েছে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস দিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫৫ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। সৌরভ দাস দুর্দান্ত ৮৬ রান পায়। এছাড়া, ওপেনার বাবুল দে পেয়েছে ৩৭ রান।

সদর আন্ত স্কুল টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এ বছরের সদর আন্ত স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে আগামীকাল মঙ্গলবার। এবারের এই টুর্নামেন্টে সদরের রেকর্ড সংখ্যক স্কুল অংশগ্রহণ করবে। দলগুলিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রুপে রয়েছে আনন্দনগর, আসাম রাইফেলস, বাধারঘাট ও বড়দোয়ালী। বি গ্রুপে ভবনস ত্রিপুরা, বিদ্রোহী কবি নজরুল ও বোধজং। সি গ্রুপে ডঃ বি আর আম্বেদকর, হেনেরি ডেরিজিও ও হিন্দি দ্বাদশ ডি গ্রুপে হোলি ক্রস, ক্ষুদিরাম বসু ও মহাত্মা গান্ধী। ই গ্রুপে নেতাজি সুভাষ, নিউ হিন্দি ও পি এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়।

এফ গ্রুপে প্রগতি, প্রণবানন্দ ও রাম ঠাকুর। জি গ্রুপে শিশু বিহার, শ্রীকৃষ্ণ মিশন ও শ্রী শ্রী রবি শংকর। এইচ গ্রুপে রয়েছে সেন্ট পলস, উমাকান্ত একাডেমী ও উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম। টুর্নামেন্টের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী আগামীকাল প্রথম দিন মোট ১৬ টি দল ময়দানে নামবে। এদিন নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে আনন্দ নগর ও বাধারঘাট, তালতলা মাঠে আসাম রাইফেল ও বড় দোয়ালি, আম্বেদকর মাঠে ভবনস ত্রিপুরা ও বোধজং, নোয়াবাদী মাঠে ডঃ বি আর আম্বেদকর ও হিন্দি স্কুল, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে মহাত্মা গান্ধী ও হলিক্রস, তালতলা মাঠে নেতাজি সুভাষ ও পি এম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, আম্বেদকর মাঠে রামঠাকুর ও প্রগতি এবং নোয়াবাদী মাঠে শিশু বিহার ও শ্রী শ্রী রবি শংকর। টুর্নামেন্টের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী আগামী ২৯ মে ৪ টি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে অনুষ্ঠিত হবে তালতলা ও আম্বেদকর স্কুল মাঠে। টি আই টি মাঠে ৩১ মে দুটি সেমিফাইনাল এবং ২ জুন অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ।

টিএসজিসি-র পক্ষ থেকে কৃতি খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রতি বছরের মতো এবারও রাজ্যের কৃতি খেলোয়াড়দের সম্মান জানাবে ত্রিপুরা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব।

আগামীকাল, মঙ্গলবার মেলারমাঠস্থিত একটি রেস্তোরাঁর বেংকুয়েট হল-এ হবে ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। গত বছর ক্রীড়া ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের হয়ে যারা সুনাম অর্জন করেছেন এরকম আটজন খেলোয়াড়কে দেয়া হবে বর্ষসেরার সম্মান টি এস জে সি-র তরফে। পাশাপাশি একজন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদকে দেয়া হবে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট সম্মান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানকে ঘিরে সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ এক সাংবাদিক বৈঠক করে টি এস জে সি-র প্রতিনিধিরা। বৈঠকে মিডিয়ার সামনে সব কিছু তুলে ধরলেন টি এস জে সি-র সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন সম্পাদক অনির্বাণ দেব সহ অন্যান্যরা।

তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে সবুজ জয় স্বামী বিবেকানন্দের

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে আরো একটি ম্যাচ দুর্দান্ত জয় পেল স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। এক প্রকার লড়াই করেই এবার স্বামী বিবেকানন্দ পরাজিত করল সবুজ সংঘকে। সোমবার ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত চলতি এই টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত নৈশকালীন ম্যাচে স্বামী বিবেকানন্দ ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে সবুজকে। দুই দলের লড়াই শুরু হবার ১১ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করে স্বামী বিবেকানন্দ কে এগিয়ে দেয় পদ্মরাম রিয়াং। পদ্মরামের দেওয়া গোলটি পরিশোধ করার জন্য সবুজের ফুটবলাররা প্রতি আক্রমণ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে গোল করার মতন একাধিক সুযোগ পেয়েও নষ্ট করে। ফলে প্রথমার্ধের খেলায় পদ্মরামের দেওয়া গলে এগিয়ে থাকে স্বামী বিবেকানন্দ। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে ৫২ মিনিটের মাথায় কুমার দেববর্মা ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি করে স্বামী বিবেকানন্দকে ২-০ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে দেয়। ৭০ মিনিটে হেমেন্দ্র রিয়াং বিবেকানন্দের পক্ষে তৃতীয় গোল করে কার্যত জয় নিশ্চিত করে দেয়। অবশিষ্ট সময়ে দুই দলের পক্ষে নতুন করে আর কোন গোল করা সম্ভব না হওয়ায় ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে সক্ষম হয় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। দুইদলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা।

রোমের নতুন সম্রাট আলকারাজ! সিনারকে হারিয়ে ইটালিয়ান ওপেন জিতলেন স্পেনীয় খেলোয়াড়

প্রথম সেট দেখে মনে হচ্ছিল, বাকি ম্যাচেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে। তা হতে দিলেন না কার্লোস আলকারাজ। রোমে ইটালিয়ান ওপেনের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় ইয়ানিক সিনারকে হারিয়ে দিলেন। একই সঙ্গে ফরাসি ওপেনের নিজের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে নিলেন।পরের মাসে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে হয়তো এই দুই খেলোয়াড়কেই দেখা যাবে। তার আগে আলকারাজের দাপট দেখে অনেকেই মনে করছেন, আরও একটা ফরাসি ওপেন তাঁর হাতে উঠতে চলেছে। রবিবার রোমে আলকারাজ জিতলেন ৭-৬, ৬-১ গেমে। সুরকির কোর্টে প্রথম দশে থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আলকারাজ এগিয়ে ৭-১ ব্যবধানে।টানা ২৬টি ম্যাচ জেতার নজির ভাঙল সিনারের। ডোপিং করে দু'মাস নির্বাসিত থাকার পর এই প্রথম কোনও প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমেছিলেন সিনার। বিশ্বের ছ'নম্বর ক্যাসপার রুডকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। অন্য দিকে, আলকারাজ হারিয়েছেন বিশ্বের পাঁচ নম্বর জ্যাক ড্রেপার এবং আট নম্বর লোরেঞ্জো মুসেত্তিকে।প্রথম সেটে দু'বার সেট পয়েন্ট বাঁচিয়ে টাইব্রেকে জেতেন আলকারাজ। দ্বিতীয় সেটের প্রথম গেমে সিনারের কাছে 'ব্রেক' করার সুযোগ থাকলেও কাজে লাগাতে পারেননি।

আলকারাজ ১-০ এগিয়ে যান। দ্বিতীয় গেমে সিনারকেই ব্রেক করে ২-০ এগিয়ে যান। তার পর আর থামানো যায়নি।৫-১ এগিয়ে থেকে সার্ভ করার সময় আলকারাজ দু'টি ম্যাচ পয়েন্ট হারান। তৃতীয় বারে সফল হন। দেশের মাটিতে স্থানীয়দের সমর্থনও তাতাতে পারেনি সিনারকে। প্রথম সেট এক ঘণ্টার উপর চলে। দ্বিতীয় সেটে ৪০ মিনিটেই শেষ হয়ে যায়। এই নিয়ে সপ্তম মাস্টার্স খেতাব জিতলেন আলকারাজ।ম্যাচের পর তিনি বলেন, "প্রথম বার রোমে ট্রফি জিততে পেরে খুশি। তবে এটাই শেষ নয়। তবে ইয়ানিকের প্রশংসা করব। আবার পুরনো ফর্মে ফিরে এসেছে ও। তিন মাস টেনিসের বাইরে থাকার পর ফিরে আসা সহজ কাজ নয়। সেখানে ও প্রথম প্রতিযোগিতাতেই ফাইনালে উঠেছে।''আলকারাজের সংযোজন, "আমি নিজেকে নিয়ে গর্বিত। মানসিক ভাবে যে ভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম তা কাজে লেগেছে। প্রথম থেকে শেষ পয়েন্ট পর্যন্ত আমার কৌশল কাজে লেগেছে। গোটা ম্যাচে একই ছন্দ বজায় রাখতে পেরেছি।"

রাহুলের ক্লাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁকেই হারালেন শুভমন-সুদর্শন, আইপিএলের প্রথম দল হিসাবে প্লে-অফে গুজরাত

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম দেখল 'কামাল, লা-জবাব' রাহুলকে। ব্যাটিংয়ের ক্লাস নিলেন লোকেশ রাহুল। এ বারের আইপিএলে তিনি বদলে ফেলেছেন তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরন। রাহুল ফেরালেন বিরাট কোহলির স্মৃতিও। কিন্তু কাজে এল না তাঁর শতরান। রাহুলকে দেখে শিখতে পারলেন না দিল্লির বাকি ব্যাটারেরা। কিন্তু রাহুলের সেই ক্লাস থেকেই শিক্ষা নিয়ে জিতল গুজরাত টাইটান্স। শুভমন গিল ও সাই সুদর্শনের ওপেনিং জুটি দেখিয়ে দিল কী ভাবে রান তাড়া করতে হয়। দিল্লির ঘরের মাঠে তাদের হারিয়ে প্রথম দল হিসাবে এ বারের আইপিএলের প্লে-অফে উঠল গুজরাত।৬ বল বাকি থাকতে ১০ উইকেটে জিতল গুজরাত। শুভমন ও সুদর্শনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল, কে আগে শতরান করবেন। শেষ পর্যন্ত সুদর্শনের ব্যাট থেকে এল শতরান। ৫৬ বলে ১০০ করলেন তিনি। ছক্কা মেরে পৌঁছলেন তিন অঙ্কে। তিনিও রাহুলের ঘরানার ব্যাটার। টেকনিকের উপর বেশি জোর দেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট মানেই যে শুধু জোরের খেলা নয় তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন রাহুল, সুদর্শনেরা। ১০৮ রানে অপরাজিত থাকলেন গুজরাতের বাঁহাতি ওপেনার। অধিনায়ক শুভমন ৯৩ রানে অপরাজিত থাকলেন। মাঠে দাঁড়িয়ে হতাশ রাহুল দেখলেন দলের হার।এ বার ওপেনিং জুটি বার বার বদলেছে দিল্লি। ফাফ ডু'প্লেসি, অভিষেক পোড়েল, করুণ নায়ার থেকে জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক তালিকা লম্বা। রাহুলও ওপেন করেছেন। তবে কয়েকটি ম্যাচে।যখন তাঁকে যেখানে দরকার সেখানে ব্যবহার করেছে দিল্লি। তবে গুজরাতের বিরুদ্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন অক্ষর পটেলরা।

বলা ভাল, তাঁদের বাধ্য করেন রাহুল। ইনিংসে বিরতিতে দিল্লির মেন্টর কেভিন পিটারসেন জানান, রাহুল নিজেই ওপেন করতে চেয়েছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল, তিনি দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। সেটা করেও দেখালেন। অভিষেক দলে থাকলেও ডু'প্লেসির সঙ্গে ওপেন করেন রাহুল। তিনি দেখিয়ে দিলেন, কেন তাঁকে এত বড় মানের ব্যাটার বলা হয়। ক্রিকেটের ধ্রুপদী ঘরানার ব্যাটার রাহুল। টেকনিক তাঁর প্রধান অস্ত্র। সেটাই দেখা গেল অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে।২০২৫ সালের আইপিএলের রাহুল এবং ২০২৪ সালের আইপিএলের রাহুল এক ব্যক্তি। কিন্তু এক ব্যাটার নন। গত বছর আইপিএলে বেশ কিছু ম্যাচে ২৫০র কাছাকাছি বা বেশি রান উঠেছিল। রানের সেই বন্যা দেখেও রাহুল নিজের ক্রিকেট দর্শনে অবিচল ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''স্ট্রাইক রেট আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্ট্রাইক রেট বিষয়টাকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।'' পিচ অঁকড়ে বড় রানের ভাল ইনিংস তৈরিকেই অগ্রাধিকার দিতেন। সে সময় ব্যাটার রাহুলের এই মানসিকতা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আদর্শ। কিছুটা হয়তো এক দিনের ক্রিকেটের জন্যও। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য নয়। ২০ ওভারের ক্রিকেটে বলের থেকে রান বেশ কিছুটা বেশি হবে, এটাই প্রত্যাশিত। লখনউ সুপার জায়ান্টসের তৎকালীন অধিনায়ক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের এই দর্শনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারতেন না। অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক ক্রিকেটের চাহিদার দ্বন্দ্বে নিজের শিক্ষাকেই এগিয়ে রাখতেন।রাহুল বদলে গিয়েছেন। নিজের ব্যাটিং দর্শন বদলে ফেলেছেন। নিউ জিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে রাহুলের পরিবর্তনের পিছনে। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁকে টেস্ট দল থেকেও বাদ দিয়ে দেন। রাহুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দলের এবং পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী ব্যাট করতে পারেন না। তবে অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে ওপেন করতে নেমে রান পাওয়ায় পরিস্থিতি আবার বদলে যায়। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রাহুলকে ব্যাট করতে পাঠানো হয় পাঁচ নম্বরে। অনভ্যস্ত জায়গায় ব্যাট করেও পাঁচটি ম্যাচে ১৪০ রান করেন তিনি। সে সময় রাহুল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ''আমি অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ম্যাচে ওপেন করেছিলাম। সকলেই জানে, অস্ট্রেলিয়ায় নতুন বল সামলানো কতটা কঠিন। তার পরই মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নামাটা একটু কঠিন হয়। আমার কোনও অভিযোগ নেই। গত চার-পাঁচ বছর ধরে সাদা বলের ক্রিকেট এ ভাবেই খেলছি। ব্যাটিং অর্ডারের উপরে বা নিচে ব্যাট করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে যেখানেই খেলতে বলা হোক, খুশি মনেই খেলি। এটা নিজের খেলাকে আরও ভাল ভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে আমায়। নিচের দিকে ব্যাট করায় আগের থেকে অনেক বেশি বাউন্ডারি মারতে পারছি।''

চার-পাঁচে নামা রোহিতকে কী ভাবে টেস্টে ওপেনার বানালেন ? রহস্য ফাঁস করলেন শাস্ত্রী

টেস্টজীবনের শুরুতে কয়েক বছর মিডল অর্ডারে নামতেন রোহিত শর্মা। কিন্তু বেশি সুযোগ না পেয়ে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই তাঁকে ওপেনিংয়ে নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী, যা বদলে দিয়েছিল রোহিতের কেরিয়ার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সে কথা ফাঁস করেছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ।২০১৭-য় ভারতের কোচ হন শাস্ত্রী। চার বছর কোচ থাকাকালীন তিনিই রোহিতকে ওপেনার হিসাবে তুলে এনেছিলেন। রোহিতের কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ওই একটি সিদ্ধান্ত।আইসিসি রিভিউয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, "চার-পাঁচে ব্যাট করতে করতে ছেলেটা (রোহিত) বিরক্ত হয়ে যেত। তখন আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম যে ও এক দিনের ক্রিকেটে এত সফল কেন? বুঝলাম, সেখানে ও আগে ব্যাট করতে নামে।''শাস্ত্রীর সংযোজন, "আমি ভেবেছিলাম ওই ফরম্যাটে সফল হলে এখানেও পারবে। ওখানে জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে হাতে সময় পায়। জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে ওর হাতে শট আছে। টেস্ট ক্রিকেটে ফিল্ডিংয়ের বিধিনিষেধ নেই। যদি টেস্টের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তা হলে রোহিতের কাছে বিষয়টা মধুচন্দ্রিমার মতো হয়ে যাবে।"২০১৯ বিশ্বকাপে ভারতের ওপেনার হিসাবে রোহিত পাঁচটি শতরান করেছিলেন। ৬৪৮ রান নিয়ে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন। তখনই রোহিতকে টেস্টে ওপেনার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন শাস্ত্রী।ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলেছেন, "সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম ২০১৯-এ। যদি ভুল না করি, বিশ্বকাপের ঠিক পরেই। বিশ্বকাপটা দারুণ গিয়েছিল রোহিতের। ফর্মে ছিল। ভেবেছিলাম ও ভাবনাচিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু এক বারেই হ্যাঁ বলেছিল।''জীবনের প্রথম দু'টি টেস্ট ইনিংসে শতরান করার পর রোহিতকে দীর্ঘ ছ'বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল তৃতীয় শতরানের জন্য। শাস্ত্রী তাঁকে ওপেন করতে পাঠানোর পর চারটি ইনিংসে তিনটি শতরান করেছিলেন রোহিত। তার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিশতরান ছিল।শাস্ত্রী বলেছেন, ''সেই সিদ্ধান্তের পর প্রথম টেস্ট ম্যাচেই ওপেনার হিসাবে শতরান করল। তার পর থেকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আমি জানতাম ও এটা উপভোগ করবে। নিজের টেকনিক নিয়ে অনেক কাজ করেছে।''

প্রাক্তন সৈনিক ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের টি.সি.এস, টি.পি.এস.সি. পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় কোচিং-এর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: এবারের রাজ্য বাজেটে ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা সেনাবাহিনী। সিএপিএফ পার্সনালদের অবিবাহিত এবং নির্ভরশীল ১৮ বছরের বেশি বয়সী কন্যা / পুত্রদের সামাজিক পেনশন প্রদান করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত রাজ্য সৈনিক বোর্ডের ২৯তম সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সভায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে, স্টার্ট আপ, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসকল উদ্যোগী প্রাক্তন সৈনিক কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন তাদের তালিকা সহ তাদের সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করার জন্য সৈনিক কল্যাণ অধিদপ্তরের ডিরেক্টরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন। এক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাক্তন সৈনিক ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের তথ্য ও প্রযুক্তি, টি.সি.এস, টি.পি.এস.সি. পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কোচিং-এর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাজ্যের সৈনিক রেস্ট হাউজটির প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় আলোচনাক্রমে সৈনিক কল্যাণ অধিদপ্তরের ডিরেক্টর অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (আইএন) পরমজিৎ সিং প্রয়াত এবং প্রাক্তন সৈনিকদের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।তিনি রাজ্য সৈনিক বোর্ডের সর্বশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। প্রয়াত এবং প্রাক্তন সৈনিকদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রস্তাবিত বিষয়গুলি নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় প্রাক্তন সৈনিক ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, রাজ্যের সৈনিকদের গ্যালান্টি ও সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-এর পুরস্কারের মূল্য বৃদ্ধি করা, যুদ্ধে বা সংঘর্ষে মৃত। শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়া রাজ্যের প্রতিরক্ষা জওয়ানদের জন্য এককালীন এক্স-গ্রেসিয়া গ্রান্ট বৃদ্ধি করা, সৈনিক রেস্ট হাউজের সংস্কার, প্রাক্তন সৈনিকদের পুর করে ছাড় প্রদান, রাজ্য সরকারের চাকরিতে প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ইন্টিগ্রেটেড সৈনিক কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।সভায় বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক) দপ্তরের সচিব টি. কে. দেবনাথ সহ প্রাক্তন সৈনিকগণ আলোচনায় অংশ নেন।

ধর্মনগরে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধায় স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ মে: মাতৃভাষা সুরক্ষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ ধর্মনগরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হয় মূল অনুষ্ঠান। ১৯৬১ সালের ১৯ মে আসামের শিলচরে ভাষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে যে ১১ জন শহীদ হয়েছিলেন তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা, জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সমর চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত ২৬ জন ছাত্রছাত্রী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ১০টি সাংস্কৃতিক সংস্থা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্কনে ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

সংস্কারে অভাবে রাস্তা বেহাল দশা, এমডিসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

বিলোনিয়া ১৯ মে: দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে সংস্কার না হওয়ায় খয্যমুখ ব্লকের কাঁঠালিয়া বাড়ি এডিসি ভিলেজের রাস্তাঘাট বেহাল দশা পরিনত হয়ে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতে জল কাদায় একাকার হয়ে যায়, বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে এমডিসির ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন কাঁঠালিয়া বাড়ি এডিসি ভিলেজের জনগণ।

এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের পূর্ব মুহুরীপুর-ভুরাতলী কেন্দ্রের খয্যমুখ ব্লকের কাঁঠালিয়া বাড়ি এডিসি ভিলেজের রাস্তাঘাট দীর্ঘ বছর ধরে সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে আছে। পানীয় জলের সংকট সহ শিক্ষা স্বাস্থ্য নিয়ে প্রতিনিয়ত নিজের মধ্যে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। নেতারা সেই সব জনগণের খবর নেওয়াটাও প্রয়োজন মনে করছেন না। এলাকার জনগণের চলাচলের একমাত্র রাস্তা কাঁঠালিয়া বাড়ি এডিসি ভিলেজ থেকে একদিকে খয্যমুখ ব্লকের হরিপুর বাজার পর্য্যন্ত,অন্যদিকে সাব্রুম মহকুমার কলাছড়া পর্য্যন্ত। এই রাস্তা ধরে এলাকার জনগণ বিভিন্ন কাজে খয্যমুখ ব্লক, মহকুমা সদর বিলোনীয়া যেতে হয়। দীর্ঘ প্রায় আট দশ বছর রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় রাস্তার বেহাল দশা। সামান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বকে সম্মান এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সেকেরকোটে তিরঙ্গা যাত্রায় শামিল হন রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বকে সম্মান এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সোমবার বিকেলে কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোটে বাজারে এক বিশাল তরঙ্গ র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এই তিরঙ্গা র‍্যালীর অংশগ্রহণ করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য, কমলাসাগরের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিজেপির সিপাহীজলা জেলার উত্তরাংশের সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

এদিন তিরাঙ্গা র‍্যালীর সেকেরকোট নাট মন্দির থেকে শুরু করে আগরতলা বিশালগড় জাতীয় সড়ক ধরে দারুগাবাড়ি হয়ে পুনরায় আবার নাট মন্দির প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। এদিন এই তিরঙ্গা র‍্যালীর সকলেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দেশ মাতৃকার স্বার্থে এবং দেশের সেনাবাহিনীর শুভেচ্ছা জানিয়ে র‍্যালীতে পা মিলিয়েছেন। এদিন কমলাসাগরের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে পাকিস্তান মদতপৃষ্ট জঙ্গিরা যেভাবে নিরীহ নিরপরাধ পর্য্যটকদের হত্যা করেছে তার প্রতিশোধ নিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জোয়ানরা অপারেশন সিন্দুর মাধ্যমে পাকিস্তানকে সঠিক জবাব দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভারতের দিকে যদি কেউ আঙ্গুল তোলার দুঃসাহস করে তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক এইভাবে জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে। তাই এদিন বিধায়িকা কেন্দ্রীয় সরকারকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলেছেন সিন্দুর নামে এই অপারেশন থেকে এই যাত্রায় অবশ্যই পাকিস্তান শিক্ষা নিয়েছে। তবে যে কোন সময় যে কোন দেশ যদি ভারতের বিরুদ্ধে যায় তাহলে ভারত তাদের কোনভাবেই ছেড়ে দেবেনা।

মাতৃভাষা সুরক্ষা দিবস পালিত রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / ধর্মনগর, ১৯ মে।। ১৯ মে বাংলা ভাষা শহিদ দিবস। ১৯৬১ সালে এই দিনে আসামের শিলচর শহরে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনরত ১১ জন মৃত্যু বরণ করেন। এই দিনটির স্মরনে আমরা বাঙ্গালীর তরফে আজ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আগরতলায় তাদের দলীয় কার্যালয়ে এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের স্মরন করেন দলের নেতা কর্মীরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আমরা বাঙালি দলের সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল, আজ ১৯ মে। ১৯৬১ সালে এইদিনে আসাম রাজ্যের শিলচরের এগারো জন বাঙালি মাতৃ ভাষা তথা বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের নয় বছর পরে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এমন আরো একটি আন্দোলন হয়েছিল এবং সে আন্দোলেনে একজন নারী সহ এগারোজন বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন আসামের বরাক উপত্যকায়।

তিনি আরও বলেন, ১৯৬১ সালে ভারতের আসাম প্রাদেশিক সরকার বরাক উপত্যকা (বরাক ভ্যালি)-র কাছাড় জেলার বাঙালি অধ্যুষিত শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির বাংলাভাষাভাষীদের প্রাণের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে শুধু অহমীয়া ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা ঘোষণা দিলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাঙালিরা এবং পরে তা আন্দোলনের রূপ নেয়।১৮৬২ সালের ১৯ মে সকাল-সন্ধ্যা ধর্মঘটের সময় শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে রেলপথ অবরোধের সময় আসাম রাইফেলসের একটি ব্যাটালিয়ন বাংলাভাষা আন্দোলন কারীদের প্রতি নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে এবং ১১জন ভাষা সৈনিক ঘটনাস্থলেই শহীদ হন এবং আহত হন অর্ধশতাধিক। তাই আমরা বাঙালি দল আজ সেই ভাষা শহীদদের স্মরণ করে। শিবনগর আমরা বাঙালি দলের রাজ্য কার্য্যালয়ে শহীদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন আমরা বাঙালি দলের সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিকে, আজ সকাল ১১টায় ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে ঘটা করে পালিত হলো মাতৃভাষা সুরক্ষা দিবস। প্রতিবছরের মতো এবারও দিনটি উদ্‌যাপিত হলো যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও সাংস্কৃতিক আবহে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ-অধিকর্তা রিপন চাকমা, উত্তর জেলার সভাধিপতি অর্পণা, শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি কৃতিসুন্দর দে, ধর্মনগর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন সহ বিশিষ্টজনেরা।

এছাড়াও নানা সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরাও ছিলেন অনুষ্ঠানে।অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এরপর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিশেষভাবে স্মরণ করা হয় ১৯৬১ সালে আসামের বরাক উপত্যকায় মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলনরত অবস্থায় পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া ১১ জন শহিদকে। তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ। সকালবেলায় আয়োজিত হয় "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতা, যেখানে ৫৫-৬০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা, যাতে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ২৭ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। বিকেলে ধর্মনগরের ১০টি সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনায় মঞ্চে উঠে আসে নৃত্য ও সংগীতের এক অপূর্ব আবহ।

অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন অনুষ্ঠানে বলেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ হল মা। মা ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউ নেই। যাঁদের মা নেই, তারাই জানেন এই ব্যথা কতটা গভীর। আর মাতৃভাষা মানে মাতৃস্বরূপা ভাষাতার সুরক্ষা আমাদের কর্তব্য।" তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মঞ্চে ডেকে নিয়ে উৎসাহ প্রদান করেন এবং ভালোবাসা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানজুড়ে মাতৃভাষার গুরুত্ব, ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রসারে নানা বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। সার্বিকভাবে এটি ছিল এক আবেগঘন ও অর্থবহ দিন, যেখানে ধর্মনগরের মানুষ ভাষার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করলেন সম্মিলিতভাবে।

অবাধে চলছে গবাদিপশু পাচার পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ মে: শান্তিরবাজার থানার নাকের ডগা দিয়ে প্রতিনিয়ত চলছে অবৈধভাবে গরুপাচারের কাজ। প্রশাসন এই বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

শান্তিরবাজার শহরের উপর দিয়ে প্রতিনিয়ত লাউগাং এলাকার এক পাচারকারী গরু পাচার করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এইগরুগুলি বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। প্রতিনিয়ত এইভাবে গরুপাচারের কথা জেনেও পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

সোমবার শান্তির বাজার থানার নিচে নির্মিত নাকাপয়েন্টে দেখা যায় পুলিশ দুইটি গরু বোঝাই গাড়ী আটক করে। সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের উপস্থিতিতির টেরপেয়ে তরিঘরি গাড়ীগুলি ছেরে দেয় পুলিশ, এমনই অভিযোগ। লোকগুঞ্জনে শোনা যাচ্ছে মাসোহারা বিনিময়ে গরু ব্যবসায়ীদের গরুপাচার কাজে সাহায্যের হাত বারিয়ে দিচ্ছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। অপরদিকে শান্তির বাজারে গোরক্ষা বাহিনীর কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করছে সাধারণ জনগন। স্থানীয়দের অভিযোগ, একাংশ পুলিশ কর্মী মোটা অংকের বিনিময়ে এই পাচার কাজে মদত দিচ্ছে। পাশাপাশি গোটা দপ্তর সহ রাজ্য প্রশাসনকেও কালিমালিপ্ত করছে।

এখন দেখার বিষয় এইভাবে প্রতিনিয়ত অবৈধভাবে গরুপাচার বন্ধকরার বিষয়ে আরক্ষাপ্রশাসন ও গোরক্ষা কমিটি কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালুর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন রাজ্যের নবনিযুক্ত পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ। এদিন তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝাড়খন্ডের নির্বাচন কর্মীদের দুইদিনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি, ১৯ মে।। আজ নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্র্যাসি এন্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট (আইআইআইডিইএম) -এ ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ঝাড়খন্ডের নির্বাচন কর্মীদের জন্য দু'দিনের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ডিইও, ইআরও, বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজার মিলিয়ে মোট ৪০২ জন নির্বাচন কর্মী এতে অংশগ্রহণ করছেন।

গত তিন মাসে নির্বাচন কমিশন আইআইআইডিইএম-এ সারা দেশের ৩০০০ এর বেশি নির্বাচন কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। আজ এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ঝাড়খন্ডে নির্বাচন তালিকা তৈরীর সময় তৃণমূল স্তরের নির্বাচন কর্মীদের কঠোর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রশংসা করেন। জনপ্রতিনিধি আইনের আওতায় প্রথম আপিল ও দ্বিতীয় আপিল সম্পর্কে নির্বাচকদের সচেতন করার কথাও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরীর পরও জেলাশাসক জেলা সমাহর্তা। কার্যকরি ম্যাজিস্ট্রেট। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার আপিল করা যেতে পারে।

৬-১ জানুয়ারি, ২০২৫ এ বিশেষ সামারি রিভিশনের পর ঝাড়খন্ডে কোন আপিল জমা পড়েনি। সঠিক নির্বাচক তালিকা তৈরী করার জন্য নির্বাচন কর্মীদের জনপ্রতিনিধি আইন ১৯৫০, ১৯৫১, রেজিস্টেশন অব ইলেকটরস রুলস ১৯৬০, কন্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস ১৯৬১ এবং সময় সময় নির্বাচন কমিশনের জারি করা নিয়ম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রয়েছে ইন্টারেকটিভ সেশন, রোল প্লে, বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করা, কেস স্টাডি, ফর্ম ৬,৭,৮ পূরণ করার জন্য হাতে কলমে শিক্ষা ইত্যাদি। তাছাড়া ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ ভিএইচএ এবং অন্যান্য আইটি টুলগুলি চালানো, ইভিএম, ভিভিপ্যাট পরিচালনা করা, মকপোল ইত্যাদি শেখানো হয়।

ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের জেলাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তেলিয়ামুড়ায় বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মে: ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের জেলাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতির লক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিআরসি হলে। ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের জেলাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সোমবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিআরসি হলে তিনদিনব্যাপী এক বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকার জন্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্ধারণ করা। এদিনের এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিডিও দীপ্তনু দেববর্মা এবং মিশনের আধিকারিক অমিতাভ রায় চৌধুরী প্রমুখ।

এই কর্মসূচিতে ব্লক স্তরের আধিকারিক, ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানে খোয়াই জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক বলেন, ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলার প্রয়াস ইতিমধ্যেই সুফল দিচ্ছে।

এই ধরনের পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও কার্যকরভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব হবে এবং তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা গ্রামীন আজীবিকা মিশনের মাধ্যমে মহিলাদের কিভাবে আর বেশি করে আত্মনির্ভর করা যায় তিনি আসা ব্যক্ত করেন। এই দিনের কর্মসূচি ত্রিপুরার গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।।

ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: কৃষক সংগঠন ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের আজ ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিবছরের মত আজকের দিনটা গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নানাবিধ সাংগঠনিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত করেছে ইউনিয়ন। এরই মধ্যে রাজধানী আগরতলায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য পরিষদের উদ্যোগে এক হল সভার আয়োজন করা হয়।

এই হল সভায় রাজ্য পরিষদের বিভিন্ন বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা যেমন উপস্থিত ছিলেন যে একই রকমভাবে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের অন্যান্য ক্ষেত্রে নেতৃত্বদের উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ভানু লাল সাহা সহ ইউনিয়নের বিভিন্ন শীর্ষ নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে সংগঠনের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে দাবী করা হয়েছে আজকের দিনটা গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ প্রতিপালন করা হচ্ছে, পাশাপাশি সংগঠনের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাষায় দাবি করা হয় প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সংগঠনের অনুগত কর্মী সমর্থকরা ক্ষেত মজুর সহ সার্বিক স্বার্থে লড়াই আন্দোলন জারি রেখেছে।

আগামী ২১ ও ২২ মে অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেস সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। আগামী ২১ ও ২২ মে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার কংগ্রেস।

অল ত্রিপুরা আনঅর্গানাইজড ওয়ার্ক কংগ্রেসের রাজ্য চেয়ারম্যান শান্তনু পাল বলেন, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুদিবস অর্থাৎ জাতীয় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দিবসকে সামনে রেখে ২১মে থেকে ২২ শে মে দুদিন ব্যাপী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তারা। ২১ শে মে বিকালে সন্ত্রাসবাদ দমনে রাজীব গান্ধীর ভূমিকা এবং উনার আত্মজীবনীর উপর আলোচনা এবং ওই দিন সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে মশাল মিছিল সংঘটিত করা হবে। ২২ শে মে অনুষ্ঠিত হবে তাদের রাজ্য সম্মেলন। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে অসংগঠিত শ্রমিকদের রাজ্য সম্মেলনের উপস্থিতি কামনা করেন শান্তনু বাবু।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার ১-৩১ জুলাই আবেদন করা যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে: সাহসিকতা, সমাজসেবা, পরিবেশ, খেলাধুলা, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই ছয় ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ভারত সরকার ৩১ জুলাই, ২০২৫ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

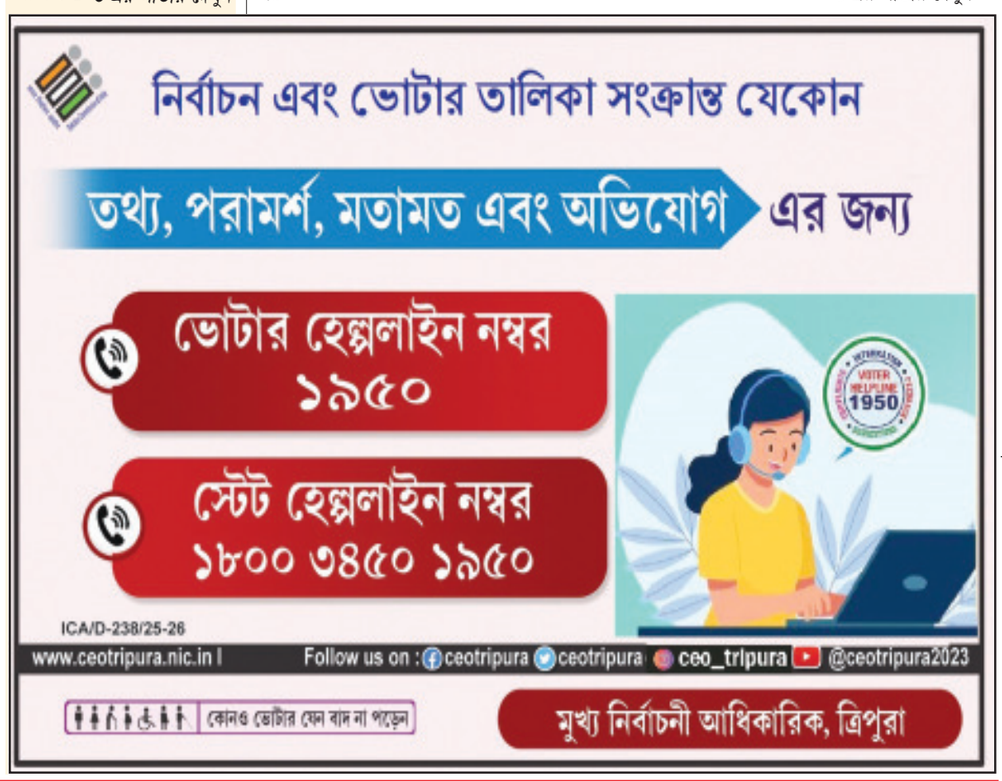

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas